Bismillahir Rahmanir Rahim

ABU DAUD SARIF (2nd volume)

Bangla Translation

Scanned by : www.Banglainternet.com

Part : 2nd volume, Kitabus Salat end,9 para

Page 307-361.

পারা–৯

নবম পারা

٣٥٠. بَابُ فِىْ نَقْضِ الْوِتْرِ

৩৫০. অনুচ্ছেদ ঃ দুই বার বিতির পড়বে না

١٤٣٩– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ زَارَنَا طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ فِىْ يَوْمٍ مِّنْ رَمَضَانَ وَاَمْسٰى عِنْدَنَا وَاَفْطَرَ ثُمَّ قَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَاَوْتَرَ بِنَا ثُمَّ انْحَدَرَ اِلٰى مَسْجِدِهٖ فَصَلّٰى بِاَصْحَابِهٖ حَتّٰى اِذَا بَقِىَ الْوِتْرُ قَدَّمَ رَجُلاً فَقَالَ اَوْتِرْ بِاَصْحَابِكَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ وِتْرَانِ فِىْ لَيْلَةٍ ـ

১৪৩৯। মুসাদ্দাদ (র) ... কায়েস ইব্ন তাল্ক (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাল্ক ইবন আলী (রা) আমাদের সাথে কোন এক রোযার দিনে সাক্ষাত করেন এবং সেদিন আমাদের সাথে ইফ্তার করেন। অতঃপর আমাদের নিয়ে জামাআতে তারাবীহ্ ও বিতিরের নামায আদায় করে তিনি তাঁর নিজের মসজিদে গমন করেন এবং সেখানেও তাঁর সংগীদের সাথে তারাবীহ নামায আদায় করেন এবং বিতিরের নামায আদায়ের জন্য অন্য এক ব্যক্তিকে ইমামতির জন্য সম্মুখে পাঠিয়ে দেন এবং বলেন, তুমি এদের সাথে বিতিরের নামায আদায় কর। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ একই রাতে দুইবার বিতিরের নামায আদায় করা যায় না – – (নাসাঈ, তিরমিযী)।

٣٥١. بَابُ الْقُنُوْتِ فِى الصَّلَوَاتِ

৩৫১. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে কুনূত পাঠ সম্পর্কে

١٤٤٠– حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ اُمَيَّةَ نَا مُعَاذٌ يَعْنِى ابْنَ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ يَحْيٰى

بْنِ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ نَا ابُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ وَاللّٰهِ لَاُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِى الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ وَصَلٰوةِ الصُّبْحِ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَلْعَنُ الْكَافِرِيْنَ ـ

১৪৪০। দাউদ ইব্ন উমায়্যা (র) -- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামায পাঠের অনুরূপ নামায আদায় করব। রাবী বলেন, তখন আবু হুরায়রা (রা) যোহর, ইশা এবং ফজরের শেষ রাকাতে কুনূতে নাযেলাহ্ পাঠ করেন। তিনি এই নামাযের মধ্যে মুমিনদের জন্য দু'আ করেন এবং কাফিরদের অভিসম্পাত দেন -- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١٤٤١- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالُوْا كُلُّهُمْ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ زَادَ ابْنُ مُعَاذٍ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ ـ

১৪৪১। আবুল ওয়ালীদ এবং মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র) ... বারাআ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের সময় কুনূত পাঠ করেন। রাবী ইব্ন মুআয (রা) বলেন, তিনি (স) মাগ্‌রিবের নামাযেও কুনূত পাঠ করতেন -- (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।[১]

١٤٤٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا الْوَلِيْدُ نَا الْاَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى ابْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ صَلٰوةِ الْعَتَمَةِ شَهْرًا يَقُوْلُ فِىْ قُنُوْتِهِ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْاَتَكَ عَلٰى مُضَرَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ

(১) হানাফী মাযহাব অনুসারে, ফজরের নামাযে কুনূত নাযেলাহ্ পাঠ করা যাবে না। তবে বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত তা পাঠ করা যেতে পারে, যথা -- যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মুসলমানদের উপর বিপদকালে ---- (অনুবাদক)।

قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَدْعُ لَهُمْ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ وَمَا تَرَاهُمْ قَدِمُوْا ـ

১৪৪২। আব্দুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক মাস যাবৎ ইশার নামাযে কুনূতে নাযেলাহ্ পাঠ করেন ঃ "ইয়া আল্লাহ! আপনি ওলীদ ইব্ন ওলীদকে মুক্তি দান করুন। ইয়া আল্লাহ! আপনি সালামা ইব্ন হিশামকে মুক্তি দিন। ইয়া আল্লাহ! আপনি সামর্থহীন দুর্বল মুমিনদেরকে নাজাত দান করুন। ইয়া আল্লাহ! আপনি আপনার দুশমনদের ধ্বংস করুন। ইয়া আল্লাহ! আপনি তাদের উপর ইউসুফ (আ)-এর সময়ের মত করাল দুর্ভিক্ষ আপতিত করুন।" একদা রাসূলুল্লাহ (স) ফজরের নামাযের সময় তাদের জন্য এরূপ দুআ না করায় আমি তাঁকে তা স্মরণ করিয়ে দেই। তখন তিনি (স) বলেন ঃ তুমি কি দেখ না যে, তারা মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে মদীনাতে চলে এসেছে? -- (বুখারী, মুসলিম)।

١٤٤٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ نَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلٰوةِ الصُّبْحِ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ يَدْعُوْ عَلٰى اَحْيَاءَ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ ـ

১৪৪৩। আব্দুল্লাহ ইব্ন মুআবিয়া (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ক্রমাগতভাবে একমাস যাবত যোহর, আসর, মাগ্‌রিব, ইশা ও ফজরের নামাযে কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করেন। অর্থাৎ তিনি (স) প্রত্যেক নামাযের শেষ রাকাতে 'সামিআল্লাহু লিমান্ হামিদাহ' বলার পর বনী সুলায়ম, রিআল, যাকওয়ান্ ও উসায়্যাদের জন্য বদ-দু'আ করতেন। সে সময় মুকতাদীগণ আমীন বলতেন।

١٤٤٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ نَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ سُئِلَ هَلْ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَقَالَ نَعَمْ فَقِيْلَ لَهُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ اَوْ بَعْدَ الرُّكُوْعِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ قَالَ مُسَدَّدٌ بِيَسِيْرٍ ـ

১৪৪৪। সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযে কুনূতে নাযেলাহ্ পাঠ করেছেন কি? তিনি বলেন, হাঁ। অতঃপর তাঁকে আরো জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তিনি (স) কি তা রুকূর পূর্বে না পরে পাঠ করেছেন? তিনি বলেন, রুকূর পরে।

রাবী মুসাদ্দাদ বলেন, তিনি (স) এটা মাত্র কয়েক দিন পাঠ করেন -- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٤٤٥- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ -

১৪৪৫। আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক সময় একমাস যাবত কুনূতে নাযেলাহ্ পাঠের পর তা বন্ধ করেন -- (মুসলিম)।

١٤٤٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ نَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ حَدَّثَنِيْ مَنْ صَلّٰى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْغَدَاةِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَامَ هُنَيَّةً -

১৪৪৬। মুসাদ্দাদ (র) ... মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (রহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে ফজরের নামায আদায়কারী জনৈক সাহাবী আমাকে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) দ্বিতীয় রাকাতের রুকূ হতে দাঁড়ানোর পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন -- (নাসাঈ)।

٣٥٢. بَابُ فَضْلِ التَّطَوُّعِ فِى الْبَيْتِ

৩৫২. অনুচ্ছেদ ঃ ঘরে নফল নামায আদায়ের ফাযীলত সম্পর্কে

١٤٤٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَزَّارُ نَا مَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ

بْنِ ثَابِتٍ اَنَّهُ قَالَ اِحْتَجَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ حُجْرَةً فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّيْ فِيْهَا قَالَ فَصَلَّوْا مَعَهُ بِصَلَاتِهِ يَعْنِيْ رِجَالاً وَكَانُوا يَأْتُونَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ حَتّٰى اِذَا كَانَ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّيَالِيْ لَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَحْنَحُوْا وَرَفَعُوْا اَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوْا بَابَهُ قَالَ فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيْعُكُمْ حَتّٰى ظَنَنْتُ عَلَيْكُمْ اَنْ سَتُكْتَبَ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلٰوةِ فِيْ بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّ خَيْرَ صَلٰوةِ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ اِلاَّ الصَّلٰوةَ الْمَكْتُوْبَةَ ـ

১৪৪৭। হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ... যায়েদ ইব্‌ন ছাবিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনার মসজিদে একটি হুজ্‌রা কায়েম করেন। তিনি (স) রাতে সেখানে গমন করে নামায আদায় করতেন। ঐ সময় অন্যান্য লোকেরাও প্রতি রাতে তাঁর সাথে নামায আদায় করতেন। একদা রাতে তিনি (স) মসজিদে না আসায় তাঁরা উচ্চস্বরে কথাবার্তা শুরু করেন, এমনকি তাঁর ঘরের দরজায় গিয়ে কেউ কেউ করাঘাত করে এবং কংকর নিক্ষেপ করে।

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তখন রাগান্বিত হয়ে বাইরে এসে বলেন ঃ হে জনগণ! তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা নফল নামায জামাআতে আদায়ের জন্য এত ব্যতিব্যস্ত কেন? তোমাদের কর্মধারায় আমার কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এটা তোমাদের জন্য ফরয হয়ে যাবে। তোমরা স্ব স্ব গৃহে (প্রত্যাবর্তন করে) নামায আদায় কর। কেননা মানুষের জন্য ফরয নামায ব্যতীত, অন্যান্য নামায গৃহেই আদায় করা উত্তম – – (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٤٤٨– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْعَلُوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلٰوتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا ـ

১৪৪৮। মুসাদ্দাদ (র) ... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা স্ব স্ব গৃহে (নফল) নামায আদায় করবে এবং তাকে তোমরা কবর (সদৃশ্য) বানিও না – – (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٣٥٣. بَابُ طُوْلِ الْقِيَامِ

৩৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ (দীর্ঘ কিয়াম)

١٤٤٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِىٍّ الْاَزْدِىِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَبْشِىٍّ الْخَثْعَمِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقِيَامِ قِيْلَ فَاَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ جَهْدُ الْمُقِلِّ قِيْلَ فَاَىُّ هِجْرَةٍ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ قِيْلَ فَاَىُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِيْنَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قِيْلَ فَاَىُّ الْقَتْلِ اَشْرَفُ قَالَ مَنْ اُهْرِيْقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ -

১৪৪৯। আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) ... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন হাব্শী আল-খাছআমী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, উত্তম আমল কোনটি? তিনি (স) বলেন ঃ নামাযের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ দণ্ডায়মান থাকা। অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, কোন সদ্কাহ্ উত্তম? তিনি (স) বলেন ঃ সামর্থ না থাকা সত্ত্বেও দান করা। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, উত্তম হিজরত কোনটি? তিনি (স) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলার হারাম বস্তুসমূহ হতে ফিরে থাকাই উত্তম হিজ্রত। অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কোন জিহাদ উৎকৃষ্ট? তিনি (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার জান-মাল দিয়ে মুশ্রিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। অতঃপর তাকে বলা হয় ঃ কোন ধরনের নিহত হওয়া উত্তম? তিনি (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার ঘোড়াসহ যুদ্ধের ময়দানে নিহত - - (মুসলিম)।

٣٥٤. بَابُ الْحَثِّ عَلٰى قِيَامِ اللَّيْلِ

৩৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ ইবাদতের জন্য রাত্রি জাগরণে উৎসাহিত করা

١٤٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيٰى نَا ابْنُ عَجْلَانَ نَا الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى وَاَيْقَظَ اِمْرَاَتَهُ فَصَلَّتْ فَاِنْ اَبَتْ نَضَحَ فِىْ وَجْهِهَا

الْمَاءَ رَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَاَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَاِنْ اَبٰى نَضَحَتْ فِيْ وَجْهِهِ الْمَاءَ ـ

১৪৫০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ ঐ বান্দার উপর রহম করুন, যে রাত্রিকালে উঠে নামায আদায় করে এবং তার স্ত্রীকেও জাগায় এবং সেও নামায আদায় করে। যদি সে (স্ত্রী) নিদ্রার কারণে উঠতে অস্বীকার করে, তবে সে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা ঐ মহিলার উপরও রহম করুন, যে রাত্রিতে উঠে নামায আদায় করে এবং তার স্বামীকে ঘুম হতে জাগায় এবং সেও নামায পড়ে। যদি সে ঘুম হতে উঠতে অস্বীকার করে তবে সে তার মুখে পানি ছিটিয়ে জাগিয়ে তোলে -- (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٤٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيْعٍ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْاَقْمَرِ عَنِ الْاَغَرِّ اَبِيْ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَاَيْقَظَ اِمْرَاَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ ـ

১৪৫১। মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র) ... আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাত্রিকালে ঘুম হতে উঠে নিজের স্ত্রীকে জাগায়, অতঃপর তারা একত্রে দুই রাকাত নামায আদায় করে — তাদের নাম আল্লাহর নিকট যিকিরকারী ও যিকিরকারিনীদের দফতরে লিপিবদ্ধ করা হয় -- (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٣٥٥. بَابُ فِيْ ثَوَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ

৩৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের ছওয়াব সম্পর্কে

١٤٥٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ ـ

১৪৫২। হাফ্স ইব্ন উমার (র) ... উছ্মান (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই উত্তম যে নিজে কুরআন পাঠ করে এবং তা অন্যকে শিক্ষাদান করে – – (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٤٥٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الْجُهَنِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ اُلْبِسَ وَالِدُهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهُ اَحْسَنَ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِىْ بُيُوْتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ بِكُمْ فَمَا ظَنَنْتُمْ بِالَّذِىْ عَمِلَ بِهٰذَا ـ

১৪৫৩। আহমাদ ইব্ন আমর (র) ... সাহল্ ইব্ন মুআয আল্-জুহানী (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা অনুসারে আমল করে, কিয়ামতের দিন তার পিতা-মাতাকে এমন টুপী পরিধান করানো হবে, যার জ্যোতি সূর্য্যের কিরণের চাইতেও উজ্জল হবে। যদি মনে করা হয় যে, সূর্য তোমাদের কারও ঘরের মধ্যে আছে (এ মতাবস্থায় তার উজ্জলতা যেরূপ প্রকাশ পাবে, এর চাইতেও অধিক উজ্জল টুপী তাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিধান করানো হবে)। অতএব যে ব্যক্তি নিজে কুরআন পাঠ করে তার উপর আমল করে, তার ব্যাপারটি কেমন হবে, সে সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি?

١٤٥٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا هِشَامٌ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَقْرَأُهُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ فَلَهُ اَجْرَانِ ـ

১৪৫৪। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র) ... আয়েশা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং কুরআনে অভিজ্ঞও — সে ব্যক্তি অতি সম্মানিত ফেরেশ্তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠের সময় আটকে যায় এবং কষ্ট করে পড়ে, তার জন্য দুটি বিনিময় অবধারিত – – (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٤٥٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ اِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَ غَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ ـ

১৪৫৫। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেন ঃ যখন কোন কওমের লোকেরা আল্লাহ্‌র ঘরের কোন এক ঘরে একত্রিত হয়ে কুরআন পাঠ করে এবং একে অন্যকে শিখায় এবং শিখে, তখন তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয় এবং আল্লাহ্‌র রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে এবং ফেরেশ্‌তারা তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তাআলা ঐ সমস্ত বান্দাদের ব্যাপারে তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের সামনে উল্লেখ করেন।

١٤٥٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ نَا مُوْسَى بْنُ عَلِىِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِى الصُّفَّةِ فَقَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنْ يَّغْدُوْ اِلَى بُطْحَانَ اَوِ الْعَقِيْقِ فَيَاْخُذُ نَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ زَهْرَاوَيْنِ بِغَيْرِ اِثْمٍ بِاللّٰهِ وَلاَ قَطْعِ رَحِمٍ قَالُوْا كُلُّنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَلاَنْ يَّغْدُوَ اَحَدُكُمْ كُلَّ يَوْمٍ اِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمَ اٰيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَاِنْ ثَلاَثٌ فَثَلاَثٌ مِثْلُ اَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْاِبِلِ ـ

১৪৫৬। সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) ... উক্‌বা ইব্ন আমের আল্‌-জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘর হতে বের হন, এসময় আমরা "সুফ্‌ফাতে" (মসজিদে নববীর আঙ্গিনায়) অবস্থান করছিলাম। তখন তিনি (স) জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে পছন্দ কর যে, প্রত্যুষে সে বাত্‌হা বা আকীক্‌ নামক ময়দানে গমন করবে, এবং সে সেখান হতে উজ্জল বর্ণের হৃষ্টপুষ্ট, বহুমূল্য দুইটি উট সংগ্রহ করবে, যার সংগ্রহে সে কোনরূপ অন্যায় করে নাই বা আত্মীয়তা বিচ্ছিন্নও করে নাই? তারা বলেন, আমরা সকলেই এটা পছন্দ করি। তিনি (স) ইরশাদ করেন ঃ যদি তোমাদের কেউ মসজিদে এসে আল্লাহ্‌র কিতাবের (কুরআনের) দুটি আয়াত শিক্ষা করে, তবে তা ঐ দুটি উট হতেও শ্রেয়। যদি সে ব্যক্তি তিনটি আয়াত শিক্ষা করে, তবে তা ঐরূপ তিনটি উট হতেও শ্রেয় হবে। এরূপে সে ব্যক্তি যত আয়াত শিক্ষা করবে, সে ততটি উটের চাইতেও অধিক উত্তম জিনিস প্রাপ্ত হবে -- (মুসলিম)।

٣٥٦. بَابُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

৩৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ফাতিহা সম্পর্কে

١٤٥٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ شُعَيْبِ الْحَرَّانِىُّ نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ نَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اُمُّ الْقُرْاٰنِ وَاُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِىْ ـ

১৪৫৭। আহমাদ ইবন শোআয়েব ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহে রব্বিল আলামীন" হল —উম্মুল্ কিতাব, উম্মুল্ কুরআন এবং আস্-সাব্‌উ আল্-মাছানী — (বুখারী, তিরমিযী)।[১]

١٤٥٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا خَالِدٌ نَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلّٰى عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَدَعَاهُ قَالَ صَلَّيْتُ ثُمَّ اَتَيْتُهُ قَالَ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُجِيْبَنِىْ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّىْ قَالَ اَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ لَاُعَلِّمَنَّكَ اَعْظَمَ سُوْرَةٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ اَوْ فِى الْقُرْاٰنِ شَكَّ خَالِدٌ قَبْلَ اَنْ اَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَوْلُكَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَهِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِى الَّتِىْ اُوْتِيْتُ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ ـ

১৪৫৮। উবায়দুল্লাহ্ ইবন মুআয (র) ... আবু সাঈদ ইবনুল মুআল্লা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা তিনি নামাযে রত থাকাবস্থায় নবী করীম (স) তাঁর পাশ দিয়ে গমনকালে তাঁকে ডাকেন। রাবী বলেন, আমি

---

(১) আস্-সাব্‌উ আল্-মাছানী বলা হয় সূরা ফাতিহাকে। এই সূরার মধ্যে এমন সাতটি আয়াত আছে, যা পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থ তাওরাত, যাবূর ও ইন্জীলের মধ্যে নাই। এই সাতটি আয়াত নামাযের প্রতিটি রাকাতে পঠিত হয়। একে মাছানী বলার কারণ এটাও যে, তা আল্লাহর প্রশংসায় পরিপূর্ণ। এই সূরাকে উম্মুল কুরআন এইজন্য বলা হয় যে, তা গোটা কুরআনের সারমর্মস্বরূপ। সূরা ফাতিহা, সাবউ আল-মাছানী ও উম্মুল-কুরআন ছাড়াও এর অনেক নাম আছে — (অনুবাদক)।

নামায সমাপনান্তে তাঁর খিদমতে হাযির হই। তিনি (স) জিজ্ঞাসা করেন, আমার ডাকে সাড়া দিতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছে? আমি বলি, আমি নামাযে রত ছিলাম। তিনি (স) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা কি ইরশাদ করেন নাই, হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যখন তোমাদেরকে আহবান করেন, তখন তোমরা তার জবাব প্রদান করবে, কেননা তিনি (স) তোমাদেরকে সত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন? অতঃপর তিনি (স) বলেন ঃ আমি আজ মসজিদ হতে বের হবার পূর্বেই তোমাকে কুরআনের একটি সর্বোৎকৃষ্ট সূরা শিক্ষা দিব। আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার মূল্যবান কথাটি বর্ণে বর্ণে সংরক্ষিত করব, যা আপনি ইরশাদ করবেন। তিনি (স) বলেন ঃ আল্হামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামীন সূরা যা প্রদান করা হয়েছে; এটা আস্-সাব্উ আল-মাছানী — এবং আল্-কুরআনুল আজীম - - (বুখারী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٣٥٧. بَابُ مَنْ قَالَ هِيَ مِنَ الطُّوَلِ

৩৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ফাতিহা লম্বা সূরাগুলোর (অর্থের দিক দিয়ে) অন্তর্ভুক্ত

١٤٥٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اُوْتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ الطُّوَلِ وَاُوْتِيَ مُوْسٰى سِتًّا فَلَمَّا اَلْقَى الْاَلْوَاحَ رُفِعَتِ اثْنَتَانِ وَبَقِيْنَ اَرْبَعٌ -

১৪৫৯। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সাব্উ আল-মাছানী নামীয় দীর্ঘ সূরাটি (অর্থের দিক দিয়ে) প্রদান করা হয়েছে এবং মূসা (আ)-কে ছয়টি 'তখত' (যাতে তওরাত কিতাব লিপিবদ্ধ ছিল) প্রদান করা হয়। অতঃপর যখন তিনি (আ) তা রাগে নিক্ষেপ করেন, তখন আল্লাহ তাআলা এর (ভগ্ন) দুটিকে উঠিয়ে নেন এবং চারিটি অবশিষ্ট থাকে - - (নাসাঈ)।

٣٥٨. بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اٰيَةِ الْكُرْسِيِّ

৩৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ আয়াতুল্ কুরসীর ফযীলত

١٤٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا عَبْدُ الْاَعْلٰى نَا سَعِيْدُ بْنُ اِيَاسٍ عَنْ اَبِي السَّلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَا الْمُنْذِرِ اَىُّ اٰيَةٍ مَّعَكَ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ اَعْظَمُ قَالَ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ اَبَا الْمُنْذِرِ اَىُّ اٰيَةٍ مَّعَكَ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ اَعْظَمُ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ قَالَ فَضَرَبَ فِىْ صَدْرِىْ وَقَالَ لِيَهْنِ لَكَ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ الْعِلْمُ ـ

১৪৬০। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র) ... উবাই ইবন কাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আবুল মুন্যির! তোমার নিকট কুরআনের কোন্ আয়াতটি সর্বাপেক্ষা সম্মানিত? আমি বলি, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল এ বিষয়ে অধিক অবগত। তিনি (স) তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, হে আবুল মুন্যির! তোমার নিকট কুরআনের কোন আয়াতটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ? রাবী বলেন, তখন আমি বলি, আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল্ হায়উল কায়্যুম। এতদশ্রবণে তিনি (স) আমার বক্ষে হাত চাপড়িয়ে (মহব্বতের সাথে) বলেন ঃ হে আবুল মুন্যির! তোমার জন্য কুরআনের ইল্ম বরকতময় হোক -- (মুসলিম)।

٣٥٩. بَابُ سُوْرَةِ الصَّمَدِ

৩৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ইখ্লাসের ফযীলত

١٤٦١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ جَاءَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ وَكَاَنَّ الرَّجُلُ يَتَقَالُّهَا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ ـ

১৪৬১। আল্-কানাবী (র) ... হযরত আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে "কুল হুআল্লাহু আহাদ" সূরাটি পুনঃ পুনঃ পাঠ করতে শ্রবণ করেন। পরদিন প্রত্যুষে ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে তার উল্লেখ করেন এবং ঐ ব্যক্তির (শ্রবণকারীর) নিকট এর ফযীলত কম মনে হয়েছিল। তখন নবী করীম (স) বলেন ঃ ঐ আল্লাহ্র শপথ যাঁর নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন! এই সূরাটি গোটা কুরআনের তিন ভাগের একভাগ তুল্য (মর্যাদার দিক দিয়ে) — (বুখারী, নাসাঈ)।

٣٦٠. بَابُ فِى الْمُعَوِّذَتَيْنِ

৩৬০. অনুচ্ছেদ ঃ সূরা নাস ও ফালাকের ফযীলত

١٤٦٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُعَاوِيَةُ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلٰى مُعَاوِيَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنْتُ اَقُوْدُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ فِى السَّفَرِ فَقَالَ لِىْ يَا عُقْبَةُ اَلاَ اُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُوْرَتَيْنِ قُرِئَتَا فَعَلَّمَنِىْ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ قَالَ فَلَمْ يَرَنِىْ سُرِرْتُ بِهِمَا جِدًّا فَلَمَّا نَزَلَ لِصَلٰوةٍ صَلّٰى بِهِمَا صَلٰوةَ الصُّبْحِ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلٰوةِ اِلْتَفَتَ اِلَىَّ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ كَيْفَ رَأَيْتَ .

১৪৬২। আহমাদ ইব্‌ন আমর (র) ... উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সফরকালীন সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উটের রশি ধরে টেনে নিয়ে যেতাম। তিনি (স) একদিন আমাকে বলেন ঃ হে উক্‌বা! আমি কি তোমাকে দুটি সূরা শিক্ষা দিব, যা তুমি পাঠ করবে? অতঃপর তিনি (স) আমাকে "কুল্ আউযু বি-রব্বিল ফালাক্" ও "কুল্ আউযু বি-রব্বিন নাস" সূরা দুটি শিক্ষা দেন। এতে তিনি (স) আমাকে খুব উৎফুল্ল দেখেন নাই। অতঃপর তিনি (স) ফজরের নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে অবতরণ করে নামাযের মধ্যে উক্ত সূরা দুটি পাঠ করেন। তিনি (স) নামায শেষে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন ঃ হে উক্‌বা! তুমি কেমন দেখলে? (অর্থাৎ যে সূরা দুটি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা দ্বারা নামায আদায় করা চলে) — (নাসাঈ)।

١٤٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ بَيْنَا اَنَا اَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْجُحْفَةِ وَالْاَبْوَاءِ اِذْ غَشِيَتْنَا رِيْحٌ وَّ ظُلْمَةٌ شَدِيْدَةٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِاَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَيَقُوْلُ يَاعُقْبَةُ تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَؤُمُّنَا بِهِمَا فِى الصَّلٰوةِ .

১৪৬৩। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) ... উক্‌বা ইব্‌ন আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুহ্‌ফা ও আব্‌ওয়া নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যে সফরে ছিলাম। ঐ সময় হঠাৎ আমাদেরকে ঘোর কৃষ্ণ অন্ধকার ও প্রবল বাতাস আচ্ছন্ন করে ফেলে। তখন তিনি (স) আল্লাহ্‌র নিকট "সূরা নাস" ও "সূরা ফালাক্" পাঠ করে আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং আমাকে বলেন ঃ হে উক্‌বা! তুমিও এদের দ্বারা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। এর চাইতে অধিক উত্তম তা'বীয আর কিছুই নাই। আমি নবী করীম (স)-কে এই দুটি সূরার দ্বারা নামাযের ইমামতি করতেও শ্রবণ করেছি।

٣٦١. بَابُ كَيْفَ يَسْتَحِبُّ التَّرْتِيْلُ فِى الْقِرَاءَةِ

৩৬১. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন শরীফের কিরাআতের মধ্যে 'তার্‌তীল' সম্পর্কে

١٤٦٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِىْ عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اِقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا فَاِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ تَقْرَأُهَا ـ

১৪৬৪। মুসাদ্দাদ (র) ... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ কিয়ামতের দিন কুরআনের পাঠককে বলা হবে, তুমি তা পাঠ করতে থাক এবং উপরে চড়তে (উঠতে) থাক। তুমি তাকে ধীরেসুস্থে পাঠ করতে থাক, যেরূপ তুমি দুনিয়াতে পাঠ করতে। কেননা তোমার সর্বশেষ বসবাসের স্থান (জান্নাত) ঐটিই যেখানে তোমার কুরআনের আয়াত শেষ হবে — (তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)।

١٤٦٥- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسًا عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يَمُدُّ مَدًّا ـ

১৪৬৫। মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ... কাতাদা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আনাস (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কিরাআত পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, তিনি (স) যেখানে যতটুকু টেনে পড়ার প্রয়োজন, সেখানে ততটুকুই লম্বা করে টেনে পড়তেন - - (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٤٦٦- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِىُّ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ

عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ اَنَّهُ سَاَلَ اُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ صَلاَتِه فَقَالَتْ وَمَا لَكُمْ وَصَلاَتُهُ كَانَ يُصَلِّيْ وَيَنَامُ قَدْرَ مَا صَلّٰى ثُمَّ يُصَلِّيْ قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلّٰى حَتّٰى يُصْبِحَ وَنَعَتَتْ قِرَاءَتُهُ فَاِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَتَهُ حَرْفًا حَرْفًا ـ

১৪৬৬। য়াযীদ ইব্ন খালিদ (র) ... ইয়ালা ইব্ন মুমাল্লাক্ (র) হতে বর্ণিত। একদা তিনি হযরত উম্মে সালামা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামায ও কিরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, তাঁর ও তাঁর নামাযের সংগে তোমাদের সম্পর্ক কি? তিনি (স) যতক্ষণ নামায আদায় করতেন, ততক্ষণ সময় ঘুমাতেন; অতঃপর তিনি (স) যতক্ষণ ঘুমাতেন তৎপরিমাণ সময় নামাযের মধ্যে অতিবাহিত করতেন; তিনি (স) যতক্ষণ নামাযের মধ্যে কাটাতেন, ততক্ষণ সময় নিদ্রা যেতেন এবং এরূপে তিনি (স) সকালে উপনীত হতেন। তিনি তার (স) কিরাআত পাঠের বর্ণনা প্রসংগে বলেন, তিনি (স) কিরাআতের প্রতিটি হরফ (অক্ষর) স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করে তিলাওয়াত করতেন - - (তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٤٦٧- حَدَّثَنَاحَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ عَلٰى نَاقَتِهِ يَقْرَأُ بِسُوْرَةِ الْفَتْحِ وَهُوَ يُرَجِّعُ ـ

১৪৬৭। হাফ্স ইব্ন উমার (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মক্কা বিজয়ের দিন স্বীয় উষ্ট্রীর উপর অবস্থান করে "সূরা ফাতহ্" বারবার তিলাওয়াত করতে দেখেছি - - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٤٦٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِاَصْوَاتِكُمْ ـ

১৪৬৮। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... বারা' ইব্ন আযেব্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা তোমাদের

ধ্বনির সাহায্যে কুরআনকে সুষমামণ্ডিত কর, অথবা তোমরা কুরআনকে তাজ্‌বীদ ও তারতীলের সাথে সুন্দরভাবে পাঠ কর – – (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٤٦٩- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْد الطَّيَالسِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْد وَيَزِيْدُ بْنُ خَالد بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ بِمَعْنَاهُ اَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْد اللّٰه بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُبَيْد اللّٰه بْنِ اَبِىْ نَهِيْكٍ عَنْ سَعْد بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ وَقَالَ يَزِيْدُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ سَعِيْد بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَقَالَ قُتَيْبَةُ هُوَ فِىْ كِتَابِىْ عَنْ سَعِيْد بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ ـ

১৪৬৯। আবুল ওলীদ, কুতায়বা ও য়াযীদ (র) পূর্ববতি হাদীছের অনুরূপ অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। রাবী কুতায়বা বলেন, আমার কিতাবে তা এইরূপে সংরক্ষিত আছে ঃ সাঈদ ইব্‌ন আবু সাঈদ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে কুরআনকে স্পষ্টরূপে বিশুদ্ধভাবে মধুর সুরে তিলাওয়াত করে না।

١٤٧٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُبَيْد اللّٰه بْنِ اَبِىْ نَهِيْكٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ـ

১৪৭০। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) ... সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ... উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ ।

١٤٧١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْد قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِىْ مُلَيْكَةَ يَقُوْلُ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰه بْنُ اَبِىْ يَزِيْدَ مَرَّ بِنَا اَبُوْ لُبَابَةَ فَاتَّبَعْنَاهُ حَتّٰى دَخَلَ بَيْتَهُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَاِذَا رَجُلٌ رَثَّ الْبَيْتِ رَثَّ الْهَيْاَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ اَرَاَيْتَ اِذْ لَمْ يَكُنْ حَسَنَ الصَّوْتِ قَالَ يُحَسِّنُهُ مَا اسْتَطَاعَ ـ

১৪৭১। আব্দুল আলা ইব্‌ন হাম্মাদ, আব্দুল জাব্বার ইব্‌নুল ওয়ারদ (র) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আবু মুলায়কাকে বলতে শুনেছি, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবু য়াযীদ বলেছেন, একদা হযরত আবু লুবাবা (রা) আমার পার্শ দিয়ে গমনকালে আমি তাঁকে অনুসরণ করতে থাকি। ঐ সময় তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করলে আমিও তথায় প্রবেশ করি। সেখানে আমি শীর্ণদেহ ও জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় এক ব্যক্তিকে বলতে শুনি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে স্পষ্টভাবে উত্তম সুরে কুরআন পাঠ করে না। রাবী বলেন ঃ তখন আমি আবু মুলায়কাকে বলি, হে আবু মুহাম্মাদ! যদি কেউ এরূপে মধুর স্বরে তা পাঠ না করতে পারে? তিনি বলেন, সে ব্যক্তি তার সাধ্যানুযায়ী তা উত্তমরূপে তিলাওয়াতের চেষ্টা করবে।

١٤٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ قَالَ قَالَ وَكِيْعٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ يَسْتَغْنِىْ بِهِ -

১৪৭২। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মানের সূত্রে বর্ণিত। ওকী (র) বলেন, ইব্‌ন উয়ায়না (র) সুমধুর স্বরে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

١٤٧٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ عُمَرُ بْنُ مَالِكٍ وَحَيْوَةُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَيْءٍ مَّا اَذِنَ لِنَبِىٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْاٰنِ يَجْهَرُ بِهِ -

১৪৭৩। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন আল্লাহ তাআলা ঃ কোন কিছুই এতটা নিবিষ্টভাবে শুনেন না যেভাবে তিনি কুরআনের পাঠ শুনেন — যখন তাঁর নবী সুমধুর কণ্ঠে স্পষ্ট উচ্চারণে তা পাঠ করেন। – – (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ) ।

٣٦٢. بَابُ التَّشْدِيْدِ فِىْ مَنْ حَفِظَ الْقُرْاٰنَ ثُمَّ نَسِيَهُ

৩৬২. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন হিফ্‌জের পর তা ভুলে গেলে, তার কঠোর পরিণতি সম্পর্কে

١٤٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ

عِيْسَى بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنِ امْرِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ اِلاَّ لَقِىَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَجْذَمَ ـ

১৪৭৪। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র) ... সাদ ইবন উবাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন পাঠের পর তা ভুলে যায়, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সাথে খালি হাতে সাক্ষাত করবে।

٣٦٣- بَابُ اُنْزِلَ الْقُرْاٰنُ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ

৩৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন সাত হরফে নাযিল হওয়া সম্পর্কে

١٤٧٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى غَيْرِ مَا اَقْرَأُهَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْرَاَنِيْهَا فَكِدْتُ اَنْ اَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَمْهَلْتُهُ حَتّٰى اِنْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِىْ فَجِئْتُ بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى غَيْرِ مَا اَقْرَأْتَنِيْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ اِقْرَأْ فَقَرَاَ الْقِرَاءَةَ الَّتِىْ سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ لِىْ اِقْرَأْ فَقَرَاْتُ فَقَالَ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ـ

১৪৭৫। আল্‌-কানাবী (র) ... আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল ক্বারী (র) বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি হিশাম ইবন হাকীম (রা)-কে সূরা আল্‌-ফুরকান আমার পাঠের নিয়মের ব্যতিক্রমে পাঠ করতে শুনি। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বয়ং আমাকে তা শিক্ষা দেন। আমি তার উপর ঝাপিয়ে পড়তে উদ্যত হই, কিন্তু তাঁকে পাঠ শেষ করার সুযোগ দিলাম। তিনি অবসর হলে আমি তার গলায় আমার চাদর পেচিয়ে তাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাযির করি এবং বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ! আমি এই ব্যক্তিকে সূরা ফুরকান্‌ অন্যরূপে তিলাওয়াত করতে শুনেছি,

যেরূপে আপনি আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন তার বিপরীত। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে বলেন ঃ তুমি পাঠ কর। তখন সে ব্যক্তি ঐরূপে পাঠ করে, যেরূপে আমি তাকে পাঠ করতে শুনেছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তা এরূপই অবতীর্ণ হয়েছে। পরে তিনি (স) আমাকে বলেন ঃ এবার তুমি পাঠ কর। তখন আমি তা তিলাওয়াত করি। আমার পাঠের পর তিনি (স) বলেন ঃ সূরাটি এভাবে নাযিল হয়েছে। অতপর তিনি বলেন ঃ কুরআন সাত কিরআতে অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব যেভাবে পড়তে সহজ হয় তোমরা পাঠ কর — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٤٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ اِنَّمَا هٰذِهِ الْاَحْرُفُ فِى الْاَمْرِ الْوَاحِدِ لَيْسَ يَخْتَلِفُ فِىْ حَلَالٍ وَّلَا حَرَامٍ -

১৪৭৬। মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) ... মামার (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমাম যুহ্রী (র) বলেন, কুরআন যে সাত কিরাআতে অবতীর্ণ হয়েছে, তা কেবলমাত্র আক্ষরিক পার্থক্য, এতে হালাল-হারাম সম্পর্কে কোন বিভেদ নাই।

١٤٧٧- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ نَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَحْيَى ابْنِ يَعْمُرَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدَ الْخُزَاعِىِّ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اُبَىُّ اِنِّىْ اُقْرِأْتُ الْقُرْاٰنَ فَقِيْلَ لِىْ عَلٰى حَرْفٍ اَوْ حَرْفَيْنِ فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِىْ مَعِىَ قُلْ عَلٰى حَرْفَيْنِ قُلْتُ عَلٰى حَرْفَيْنِ فَقِيْلَ لِىْ عَلٰى حَرْفَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةٍ فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِىْ مَعِىَ قُلْ عَلٰى ثَلَاثَةٍ قُلْتُ عَلٰى ثَلٰثَةٍ حَتّٰى بَلَغَ سَبْعَةَ اَحْرُفٍ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ مِنْهَا اِلَّا شَافٍ كَافٍ اِنْ قُلْتَ سَمِيْعًا عَلِيْمًا عَزِيْزًا حَكِيْمًا مَا لَمْ تُخْتَمْ اٰيَةُ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ اَوْ اٰيَةُ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ -

১৪৭৭। আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী (র) ... উবাই ইবন কা'ব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে উবাই! আমাকে কুরআন শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, তুমি কি তা এক হরফে পড়তে চাও, না দুই হরফে ? ঐ সময় আমার সংগী ফেরেশতা আমাকে বলেন ঃ আপনি বলুন, আমি দুই হরফে পড়তে চাই। তখন আমি বলি ঃ দুই হরফের দ্বারা। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ তুমি কি দুই হরফে পড়তে চাও, না তিন হরফে ? তখন আমার সংগী ফেরেশ্তা (জিব্রাঈল) আমাকে বলেন, আপনি বলুন ঃ তিন হরফের দ্বারা। তখন আমি বলি ঃ তিন

হরফের রীতিতে। এরূপে সাত কিরাআত (বা রীতি) পর্যন্ত পৌছায়। অতঃপর তিনি বলেন ঃ এই হরফগুলো বা কিরাআত দ্বারা কুরাআন পরিপূর্ণভাবে বোধগম্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যদি তুমি বল ঃ سَمِيْعًا عَلِيْمًا عَزِيْزًا حَكِيْمًا তবে তুমি ঠিকই বলবে। (এভাবে যদি কেউ বলে ঃ سَمِيْعًا عَلِيْمًا তবে তাও ঠিক) যতক্ষণ না আযাবের আয়াত রহমতের সাথে অথবা রহমতের আয়াত আযাবের সাথে সম্মিলিত হয়। (অর্থাৎ শব্দের বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও যেন অর্থের মধ্যে কোনরূপ ব্যতিক্রম না হয়)।

١٤٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ اَضَاةِ بَنِىْ غِفَارٍ فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكَ اَنْ تُقْرِئَ اُمَّتَكَ عَلٰى حَرْفٍ قَالَ اَسْئَلُ اللّٰهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ اِنَّ اُمَّتِىْ لاَ تُطِيْقُ ذٰلِكَ ثُمَّ اَتَاهُ ثَانِيَةً فَذَكَرَ نَحْوَ هٰذَا حَتّٰى بَلَغَ سَبْعَةَ اَحْرُفٍ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكَ اَنْ تُقْرِئَ اُمَّتَكَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاَيُّمَا حَرْفٍ قَرَءُوْا عَلَيْهِ فَقَدْ اَصَابُوْا ـ

১৪৭৮। মুহাম্মাদ ইব্নুল মুছান্না (র) ... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম গিফার গোত্রের কূপের নিকট অবস্থানকালে তাঁর নিকট জিব্রাঈল (আ) আগমন করে বলেন ঃ আল্লাহ রব্বুল আলামীন নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, আপনি আপনার উম্মতের সকলকে যেন একই কিরাআতের অনুসারী বানান। তখন তিনি (স) বলেন ঃ আমি আল্লাহ্র নিকট এইজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি যে, এ ব্যাপারে আমার উম্মতের এই ক্ষমতা নাই। জিব্রাঈল (আ) দ্বিতীয় বার আগমন করে পূর্বের ন্যায় বলেন, নবী করীম (স) একইরূপ বলেন। এরূপে সাত কিরাআত পর্যন্ত পৌছায়। অতঃপর জিব্রাঈল (আ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা আপনাকে আপনার উম্মতদেরকে সাত কিরাআতে কুরআন পড়াবার অনুমতি প্রদান করেছেন। আপনার উম্মতেরা এই সাত কিরাআতের যে কোন কিরাআতে কুরআন পাঠ করবে, তারা ঠিক করবে।

٣٦٤. بَابُ الدُّعَاءِ

৩৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ দু'আর ফযীলত

١٤٧٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ ذَرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ يُسَيْعٍ

الْحَضْرَمِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّعَاءُ هِيَ الْعِبَادَةُ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ـ

১৪৭৯। হাফ্স ইব্ন উমার (র) ... নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেন ঃ দুআও একটি ইবাদাত। তোমাদের রব বলেন ঃ তোমরা আমার নিকট দু'আ কর। আমি তা কবুল করব - - (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

١٤٨٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ عَنْ اَبِيْ نُعَامَةَ عَنِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعَنِيْ اَبِيْ وَاَنَا اَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعِيْمَهَا وَبَهْجَتَهَا وَكَذَا وَكَذَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَسَلَاسِلِهَا وَاَغْلَالِهَا وَكَذَا وَكَذَا فَقَالَ يَا بُنَيَّ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ سَيَكُوْنُ قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ فِي الدُّعَاءِ فَاِيَّاكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ اِنَّكَ اِنْ اُعْطِيْتَ الْجَنَّةَ اُعْطِيْتَهَا وَمَا فِيْهَا مِنَ الْخَيْرِ وَاِنْ اُعِذْتَ مِنَ النَّارِ اُعِذْتَ مِنْهَا وَمَا فِيْهَا مِنَ الشَّرِّ ـ

১৪৮০। মুসাদ্দাদ (র) ... ইব্ন সা'দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে এরূপ বলতে শুনেন যে, "ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার নিকট জান্নাত, তার নিআমত ও সুখ-সৌন্দর্য ইত্যাদি কামনা করছি এবং আপনার নিকট দোযখের অগ্নি, তার লোহার জিঞ্জীর ও বেড়ী ইত্যাদি হতে পরিত্রাণ কামনা করি।" আমার পিতা বলেন ঃ হে প্রিয় বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, অতি সত্বর এমন এক সম্প্রদায় প্রকাশ পাবে, যারা দু'আর মধ্যে অতিরঞ্জন করবে। কাজেই তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হইও না। যদি তোমাকে জান্নাত দান করা হয়, তবে তার যাবতীয় সুখ-সম্পদ, আরাম-আয়েশের উপকরণাদিসহ প্রদান করা হবে। আর যদি তোমাকে দোযখের আগুন হতে রক্ষা করা হয়, তবে অবশ্যই তুমি তার যাবতীয় কষ্ট-মুসীবত হতেও নিষ্কৃতি পাবে।

١٤٨١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ نَا حَيْوَةُ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ هَانِئٍ حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ اَنَّ اَبَا عَلِيٍّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ رَجُلاً يَدْعُوْ فِيْ صَلاَتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللّٰهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِلَ هٰذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ اَوْ لِغَيْرِهِ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيْدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَدْعُوْ بَعْدُ بِمَا شَاءَ ـ

১৪৮১। আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) ... ফাদালা ইব্ন উবায়েদ (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম – এর সাহাবী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স) শুনতে পান যে, জনৈক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা ও নবী করীম (স)–এর উপর দরূদ পাঠ ব্যতিরেকে দুআ করতে শুরু করে। তিনি (স) বলেন ঃ সে তাড়াহুড়া করেছে।

রাবী বলেন, অতঃপর তিনি (স) ঐ ব্যক্তিকে বা অন্য কাউকে ডেকে বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ নামায আদায় করবে, তখন সে যেন সর্বপ্রথম আল্লাহর প্রশংসা ও নবীর উপর দরূদ পাঠ করে, অতপর তার ইচ্ছানুযায়ী দু'আ করে – – (তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٤٨٢- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ اَبِيْ نَوْفَلٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدَعُ مَا سِوٰى ذٰلِكَ ـ

১৪৮২। হারূন ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দু'আর মধ্যে জাওয়ামি (অর্থাৎ এরূপ দু'আ যার মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয় উল্লেখ থাকে; যে দু'আর মধ্যে সমস্ত মুসলমান শামিল অথবা এরূপ দু'আ যা স্বয়ংসম্পূর্ণ)–কে ভালবাসতেন এবং এটা ব্যতীত অন্য সব কিছু তিনি পরিত্যাগ করতেন।

١٤٨٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ اِنْ شِئْتَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ اِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمِ الْمَسْئَالَةَ فَاِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ ـ

১৪৮৩। আল্ – কানাবী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, কেউ যেন এরূপ দু'আ না করে ঃ ইয়া আল্লাহ! যদি তুমি ইচ্ছা

কর তবে আমাকে মার্জনা কর। আর যদি তুমি চাও, তবে আমার উপর রহম কর। বরং দৃঢ়তার সাথে দু'আ করবে। কেননা আল্লাহ্‌র উপর কারো জোর খাটে না -- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٤٨٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسْتَجَابُ لاَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ فَيَقُوْلُ قَدْ دَعَوْتُ وَلَمْ يُسْتَجَبْ لِىْ -

১৪৮৪। আল্‌- কানাবী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের দু'আ কবুল হয়ে থাকে, যতক্ষণ না সে ব্যক্তি তার জন্য তাড়াহুড়া করে এবং এরূপ বলতে থাকে যে, আমি দু'আ করলাম অথচ তা কবুল হয় নাই -- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)।

١٤٨٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَيْمَنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ مَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِىِّ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَسْتُرُوا الْجُدُرَ مَنْ نَظَرَ فِى كِتَابِ اَخِيْهِ بِغَيْرِ اِذْنِهِ فَاِنَّمَا يَنْظُرُ فِى النَّارِ سَلُوا اللّٰهَ بِبُطُوْنِ اَكُفِّكُمْ وَلاَ تَسْئَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا فَاِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوْا بِهَا وُجُوْهَكُمْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ كُلُّهَا وَاهِيَةٌ وَهٰذَا الطَّرِيْقُ اَمْثَلُهَا وَهُوَ ضَعِيْفٌ اَيْضًا -

১৪৮৫। আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র) ... আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা দেয়ালে পর্দা দিও না। যে ব্যক্তি অন্যের বিনানুমতিতে তার চিঠির প্রতি নজর করে সে যেন দোযখের প্রতি দৃষ্টিপাত করল। তোমরা তোমাদের হাতের তালু উপরের দিকে করে দু'আ করবে, হাতের পিঠ উপরের দিকে করে নয় এবং দুআর শেষে (হাত) মুখমণ্ডলে মাসেহ্‌ করবে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন ঃ বিভিন্ন সনদে মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব (র) হতে এই হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর সমস্ত বর্ণনাই অগ্রহণযোগ্যে। অবশেষে তিনি বলেন ঃ দু'আর এই পদ্ধতি উত্তম, যদিও রিওয়ায়াত যঈফ -- (ইবন মাজা)।

١٤٨٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الْبَهْرَانِيُّ قَالَ قَرَأْتُهُ فِيْ اَصْلِ اِسْمٰعِيْلَ يَعْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِيْ ضَمْضَمٌ عَنْ شُرَيْحٍ نَا اَبُوْ ظَبْيَةَ اَنَّ اَبَا بَحْرِيَّةَ السَّكُوْنِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ السَّكُوْنِيِّ ثُمَّ الْعَوْفِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا سَاَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْئَلُوْهُ بِبُطُوْنِ اَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْئَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ لَهُ عِنْدَنَا صُحْبَةٌ يَعْنِيْ مَالِكَ بْنَ يَسَارٍ -

১৪৮৬। সুলায়মান ইব্ন আব্দুল হামীদ (র) ... মালিক ইব্ন য়াসার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যখন তোমরা আল্লাহ্র কাছে দু'আ কর তখন তোমরা হাতের পেট দ্বারা দুআ করবে, পিঠ দ্বারা নয়। সুলায়মান (র) বলেন, আমাদের মতে — মালিক (রা) মহানবী (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন।

١٤٨٧- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ نَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَبْهَانَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ هٰكَذَا بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ وَظَاهِرِهِمَا -

১৪৮৭। উক্বা ইব্ন মুকাররাম (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কখনও হাতের পেটের দ্বারা এবং কখনও পিঠের দ্বারা দু'আ (ইস্তিস্কার নামাযে) করতে দেখেছি।

١٤٨٨- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ نَا عِيْسٰى يَعْنِى بْنَ يُوْنُسَ نَا جَعْفَرُ يَعْنِى بْنَ مَيْمُوْنٍ صَاحِبُ الْاَنْمَاطِ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِيْ مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ اِلَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا -

১৪৮৮। মুতাম্মাল ইব্নুল ফাদল (র) ... সাল্মান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের রব চিরঞ্জীব ও

মহান দাতা। যখন কোন বান্দাহ হাত উঠিয়ে তাঁর নিকট দু'আ করে, তখন তিনি তার খালি হাত ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন – – (তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)।

١٤٨٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا وُهَيْبٌ يَعْنِى بْنَ خَالِدٍ حَدَّثَنِى الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْمَسْأَلَةُ اَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ اَوْ نَحْوَهُمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ اَنْ تُشِيْرَ بِاِصْبَعٍ وَّاحِدَةٍ وَالْاِبْتِهَالُ اَنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ جَمِيْعًا ـ

১৪৮৯। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'আর আদব (শিষ্টতা) হল, উভয় হস্তকে কাঁধ বা তার সম-পরিমাণ পর্যন্ত উত্তোলন করা এবং ইস্তিগ্‌ফারের (গোনাহ মাফের জন্য দু'আ করার) আদব হল, দুআর সময় শাহাদাত আংগুল দ্বারা ইশারা করা। এবং ইব্‌তিহালের (অর্থাৎ দু'আর সময় রোনাজারি, কান্নাকাটি করা) আদব হল-দুআর সময় উভয় হস্তকে এত উপরে উঠানো যাতে হাতের বগ্‌লের সাদা অংশ দৃষ্টিগোচর হয়।

١٤٩٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِى عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فِيْهِ وَالْاِبْتِهَالُ هٰكَذَا اَوْ رَفَعَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ ظُهُوْرَهُمَا مِمَّا يَلِى وَجْهَهُ ـ

১৪৯০। আমর ইব্‌ন উছ্‌মান (র) ... আব্বাস ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ (র) হতে এই হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ ইব্‌তিহাল্‌ এরূপ যে, দু'আর সময় হাতের পৃষ্ঠদেশ দু'আকারীর মুখের দিকে থাকবে।

١٤٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَخِيْهِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ـ

১৪৯১। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ... উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٤٩٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ -

১৪৯২। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আস্-সাইব ইব্ন য়াযীদ (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দু'আর সময় তাঁর উভয় হাত উত্তোলন করতেন এবং তার দ্বারা মুখমণ্ডল মাসেহ্ করতেন।

١٤٩٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اَنِّىْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ فَقَالَ لَقَدْ سَاَلْتَ اللّٰهَ بِالْاِسْمِ الَّذِىْ اِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطٰى وَاِذَا دُعِىَ بِهِ اَجَابَ -

১৪৯৩। মুসাদ্দাদ (র) ... আব্দুল্লাহ ইব্ন বুরায়দা (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে এরূপ দুআ করতে শুনেন ঃ "ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এবং আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, তুমিই আল্লাহ এবং তুমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই। তুমি একক এবং অমুখাপেক্ষী যার কোন সন্তান নাই এবং যিনি কারও সন্তান নন এবং যার সমকক্ষ কেউই নাই।" তখন তিনি (স) বলেন ঃ তুমি আল্লাহর নিকট তাঁর ঐ নাম ধরে প্রার্থনা করেছ, যখন এরূপে কেউ দু'আ করে তখন আল্লাহ তা প্রদান করেন এবং এরূপে দু'আ করলে তিনি তা কবুল করে থাকেন -- (তিরমিযী, ইবন মাজা, নাসাঈ)।

١٤٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ الرَّقِّىُّ نَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ نَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فِيْهِ لَقَدْ سَاَلَ اللّٰهَ بِاسْمِهِ الْاَعْظَمِ -

১৪৯৪। আব্দুর রহমান ইব্ন খালিদ (র) ... মালিক ইব্ন মিগওয়াল (র) এই হাদীছটি বর্ণনা প্রসংগে মহানবী (স)-এর নিম্নোক্ত কথা উল্লেখ করেছেন ঃ নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট "ইস্মে আজমের" দ্বারা (মহান নামের দ্বারা) চেয়েছে -- (তিরমিযী, ইব্ন মাজা, নাসাঈ)।

١٤٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْحَلَبِيُّ نَا خَلَفُ بْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ حَفْصٍ يَعْنِي ابْنَ اَخِيْ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَرَجُلٌ يُصَلِّيْ ثُمَّ دَعَا اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَاالْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ دَعَا اللّٰهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيْمِ الَّذِيْ اِذَا دُعِيَ بِهِ اَجَابَ وَاِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطٰى -

১৪৯৫। আব্দুর রহমান ইব্ন উবায়দুল্লাহ (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে বসে ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি নামায শেষে এরূপ দু'আ করতে থাকে ঃ "ইয়া আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। তুমিই সমস্ত প্রশংসার মালিক, তুমি ছাড়া আর কোন দানকারী ইলাহ্ নাই, তুমিই আসমান ও যমীনসমূহের সৃষ্টিকারী, হে মহান শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ও মহান দাতা, হে চিরঞ্জীব, হে অবিনশ্বর!" এতদ্শ্রবণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তাঁর মহান নামের মাধ্যমে দু'আ করেছে এবং যদি কেউ এরূপে দু'আ করে, তবে তা অবশ্যই কবুল হবে। আর যদি কেউ এরূপে চায়, তবে আল্লাহ তাকে তা দান করেন -- (নাসাঈ)।

١٤٩٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ زِيَادٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِسْمُ اللّٰهِ الْاَعْظَمُ فِيْ هَاتَيْنِ الْاٰيَتَيْنِ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ وَفَاتِحَةُ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ الٓمّٓ اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ -

১৪৯৬। মুসাদ্দাদ (র) ... আস্মা বিন্তে য়াযীদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ এই দুটি আয়াত হল আল্লাহ্র "ইসমে আজম", মহান নাম।

১। অর্থাৎ তোমাদের ইলাহ্ এক, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নাই, যিনি দাতা-দয়ালু।

২। সূরা আল্-ইম্রানের প্রথমাংশ ঃ আলিফ, লাম, মীম, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নাই, তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী -- (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

١٤٩٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُرِقَتْ مُلْحَفَةٌ لَّهَا فَجَعَلَتْ تَدْعُوْ عَلٰى مَنْ سَرَقَهَا فَجَعَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تُسَبِّخِىْ عَنْهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لاَ تُسَبِّخِىْ اَىْ لاَ تُخَفِّفِىْ عَنْهُ ـ

১৪৯৭। উছ্মান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তাঁর একটি চাদর চুরি হয়ে যায়, তিনি চোরের জন্য বদ্দুআ করতে শুরু করলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি তার জন্য ঐরূপ করে বিষয়টি হাল্কা কর না (অর্থাৎ তার পাপের বোঝা কমিও না)।

١٤٩٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ اِسْتَاْذَنْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْعُمْرَةِ فَاَذِنَ لِىْ وَقَالَ لاَ تَنْسَنَا يَا اُخَىَّ مِنْ دُعَائِكَ فَقَالَ كَلِمَةً مَّا يَسُرُّنِىْ اَنَّ لِىْ بِهَا الدُّنْيَا قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيْتُ عَاصِمًا بَعْدُ بِالْمَدِيْنَةِ فَحَدَّثَنِيْهِ وَقَالَ اَشْرِكْنَا يَا اُخَىَّ فِىْ دُعَائِكَ ـ

১৪৯৮। সুলায়মান ইব্ন হারব্ (র) ... উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট উম্রাহ করার জন্য অনুমতি চাইলে তিনি (স) আমাকে অনুমতি প্রদান করে বলেন ঃ হে আমার প্রিয় ভাই ! তুমি দুআ করার সময় যেন আমাদের কথা ভুলে না যাও। অতঃপর উমার (রা) বলেন ঃ নবী করীম (স) –এর এই উক্তি "হে আমার প্রিয় ভাই" আমাকে এত খুশী করে যে, আমি যদি এর পরিবর্তে সমস্ত দুনিয়ার মালিক হতাম, তবুও এত খুশী হতাম না।

রাবী শোবা বলেন, অতঃপর আমি আসেম (র)–র সাথে মদীনাতে সাক্ষাত করলে তিনি আমাকে বলেন ঃ তখন নবী করীম (স) উমার (রা) — কে বলেন ঃ হে ভ্রাত ! তুমি তোমার দুআর মধ্যে আমাদেরকেও শরীক কর – – (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

١٤٩٩- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ مَرَّ عَلَىَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا اَدْعُوْ بِاَصْبُعَىَّ فَقَالَ اَحِّدْ اَحِّدْ وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ ـ

১৪৯৯। যুহায়ের ইব্ন হারব্ (র) ... সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি দুই আংগুল উঠিয়ে দুআ করতে থাকলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই সময় আমার পাশ দিয়ে গমনকালে বলেন ঃ এক, এক (অর্থাৎ এক আংগুল দ্বারা দু'আ কর) এবং ঐ সময় তিনি (স) তাঁর শাহাদাত আংগুল দ্বারা ইশারা করেন -- (তিরমিযী, নাসাঈ)।

٣٦٥. بَابُ التَّسْبِيْحِ بِالْحَصٰى

৩৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ কংকর দ্বারা তাস্‌বীহ্ পাঠের হিসাব রাখা

١٥٠٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ هِلَالٍ حَدَّثَهُ عَنْ خُزَيْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهَا اَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى امْرَاَةٍ وَّبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى اَوْ حَصًى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ اُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ اَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هٰذَا اَوْ اَفْضَلُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْاَرْضِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذٰلِكَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ مِثْلُ ذٰلِكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلُ ذٰلِكَ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مِثْلُ ذٰلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ مِثْلُ ذٰلِكَ ـ

১৫০০। আহ্‌মাদ ইব্ন সালেহ্ (র) ... আয়েশা বিন্‌তে সা'দ, তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে জনৈক মহিলার নিকট গমন করে তার সম্মুখে কিছু দানা অথবা পাথরের টুক্‌রা দেখতে পান, যা দ্বারা তিনি তাস্‌বীহ্ পাঠে রত ছিলেন। এতদ্দর্শনে তিনি (স) বলেন ঃ আমি তোমাকে এর চাইতে সহজ পন্থা শিক্ষা দিব। নবী করীম (স) বলেন ঃ সুব্‌হানাল্লাহ্ শব্দটি আসমানের যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর সম-সংখ্যক এবং সুব্‌হানাল্লাহ্ যমীনে সৃষ্ট যাবতীয় সৃষ্টির সম-সংখ্যক এবং সুব্‌হানাল্লাহ্ শব্দটি এতদুভয়ের মধ্যে সৃষ্ট সমস্ত বস্তুর সম-সংখ্যক। সুব্‌হানাল্লাহ্ শব্দটি ভবিষ্যতে যা কিছু সৃষ্টি হবে, তার সমসংখ্যক এবং "আল্লাহু আকবার" ও "আল্-হাম্‌দু লিল্লাহ"ও তার (সুবহানাল্লাহ্‌র) অনুরূপ। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"ও তার অনুরূপ এবং লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ"ও তার অনুরূপ -- (তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٥٠١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ هَانِئِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُمَيْضَةَ

بِنْتِ يَاسِرٍ عَنْ يُسَيْرَةَ اَخْبَرَتْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهُنَّ اَنْ يُرَاعِيْنَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالتَّقْدِيْسِ وَالتَّهْلِيْلِ وَاَنْ يَّعْقِدْنَ بِالْاَنَامِلِ فَاِنَّهُنَّ مَسْئُوْلَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ ـ

১৫০১। মুসাদ্দাদ (র) ... হুমায়সাহ বিন্‌তে য়াসির (র) য়ুসায়রাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁকে এই মর্মে খবর দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে (মহিলা) তাকবীর (আল্লাহু আকবার), তাক্‌দীস (সুবহানাল্লাহ) ও তাহ্‌লীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু)-এর শব্দগুলিকে হিফাজত ও গণনার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি (স) এসব আংগুলের গিরার দ্বারা গণনা করতে বলেছেন। কেননা কিয়ামতের দিন আংগুলসমূহকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং তারা এর স্বীকৃতি প্রদান করবে (সাক্ষ্য দিবে) -- (তিরমিযী)।

١٥٠٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ فِيْ اٰخَرِيْنَ قَالُوْا نَا عَتَّامٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيْحَ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ بِيَمِيْنِهِ ـ

১৫০২। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (র) ... আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাস্‌বীহ্ পাঠের সময় তাঁর আংগুলে তা গণনা করতে দেখেছি। রাবী ইব্‌ন কুতায়বার বর্ণনায় আছে, নবী করীম (স) তা তাঁর ডান হাতে গণনা করতেন -- (তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٥٠٣- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ اُمَيَّةَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلٰى اٰلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِ جُوَيْرِيَةَ وَكَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ وَحَوَّلَ اسْمَهَا فَخَرَجَ وَهِيَ فِيْ مُصَلَّاهَا فَرَجَعَ وَهِيَ فِيْ مُصَلَّاهَا فَقَالَ لَمْ تَزَالِيْ فِيْ مُصَلَّاكِ هٰذَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ قَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ اَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضٰى نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ ـ

১৫০৩। দাউদ ইব্‌ন উমায়্যা (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুওয়ায়রিয়া (রা)-র ঘর হতে (সকালে) বের হন এবং তাঁর পূর্বের নাম ছিল বাররা । নবী করীম (স) তাঁর নাম পরিবর্তন করে জুওয়ায়রিয়া রাখেন। তিনি (স) তাঁর ঘর হতে বের হওয়ার সময়ও তাঁকে জায়নামাযের উপর দেখেন এবং ফিরে এসেও তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখতে পান। তিনি (স) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি এতক্ষণ এই জায়নামাযের উপরই ছিলে? তিনি বলেন ঃ হাঁ। নবী করীম (স) বলেন ঃ তোমার এখান থেকে যাওয়ার পর আমি চারটি কলেমা তিনবার করে পড়েছি -- তার ওজন করা হলে তোমার পঠিত যিকিরের তুলনায় তাদের ওযন বেশী হবে। তার একটি হল "সুব্‌হানাল্লাহ্ ওয়া বিহাম্‌দিহি", এটা আল্লাহর সৃষ্ট সমস্ত মাখ্‌লুকের সম-সংখ্যক। তা পাঠের ফলে আল্লাহ্ রাযী হন, তার ওজন পবিত্র আরশের সমান এবং তাঁর (আল্লাহর) সমস্ত বাক্যের সম-সংখ্যক -- (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٥٠٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ عَائِشَةَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَ اَصْحٰبُ الدُّثُوْرِ بِالْاُجُوْرِ يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّيْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَلَهُمْ فُضُوْلُ اَمْوَالٍ يَتَصَدَّقُوْنَ بِهَا وَلَيْسَ لَنَا مَالٌ نَتَصَدَّقُ بِهٖ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا ذَرٍّ اَلَا اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تُدْرِكُ بِهِنَّ مَنْ سَبَقَكَ وَلَا يَلْحَقُكَ مَنْ خَلْفَكَ اِلَّا مَنْ اَخَذَ بِمِثْلِ عَمَلِكَ قَالَ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تُكَبِّرُ اللّٰهَ دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ وَتَحْمَدُهٗ ثَلَاثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَتُسَبِّحُهٗ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَتَخْتِمُهَا بِلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ لَهٗ ذُنُوْبُهٗ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ـ

১৫০৪। আব্দুর রহমান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু যার (রা) বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! বিত্তশালীরা দান-সদ্‌কার দ্বারা আমাদের হতে আমলের মধ্যে অগ্রগামী। আমাদের মত তারাও নামায আদায় করে থাকে। তারা আমাদের মত রোযা রেখে থাকে এবং তারা তাদের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ দান-সদ্‌কাহ্ করে অধিক ফযীলতের অধিকারী হচ্ছে এবং আমাদের দান-সদ্‌কাহ্ করার মত কোন ধন-সম্পদ নাই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিক্ষা দিব না, যার উপর আমল করে তুমি তোমার চাইতে

অগ্রগামীদের (ফযীলতের দিক দিয়ে) সমকক্ষ হতে পার এবং পশ্চাতে যারা আছে, তারা কখনই তোমার সমকক্ষ হতে পারবে না? অবশ্য যারা তোমার মত আমল করবে (তারা তোমার সমান হবে)। তিনি বলেন ঃ হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স), আপনি আমাকে তা শিক্ষা দিন। নবী করীম (স) বলেন ঃ তুমি প্রত্যেক নামাযের শেষে "আল্লাহু আকবার" ৩৩ বার, "আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ" ৩৩ বার এবং "সুব্‌হানাল্লাহ" ৩৩ বার বলবে এবং সবশেষে পড়বে ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল্‌-মুল্‌কু ওয়ালাহুল হাম্‌দু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর। যে ব্যক্তি এই দুআ পাঠ করবে, তার গোনাহের পরিমাণ যদি সমুদ্রের ফেনারাজির মত অসংখ্যও হয়, তা মার্জিত হবে -- (মুসলিম)।

٣٦٦ - بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا سَلَّمَ

৩৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের সালাম শেষে কি দু'আ পড়বে ?

١٥٠٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ اِلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَىُّ شَىْءٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلٰوةِ فَاَمْلاَهَا الْمُغِيْرَةُ عَلَيْهِ وَكَتَبَ اِلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ -

১৫০৫। মুসাদ্দাদ (র) ... মুগীরা ইব্‌ন শোবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাযের সালাম ফিরাবার পর কোন্ দু'আ পাঠ করতেন এটা জানার জন্য আমীরে মুআবিয়া (রা) মুগীরাকে পত্র লিখেছিলেন। অতঃপর মুগীরা (রা) মুআবিয়া (রা)-র নিকট এই মর্মে পত্রোত্তরে জানান যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলতেন ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল্‌ মুলকু ওয়ালাহুল্‌ হাম্‌দু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর। আল্লাহুম্মা লা মানেআ লিমা আতায়তা, ওলা মুতিয়া লিমা মানা'তা, ওয়া লা য়ান্‌ফাউ যাল-জাদ্দি মিন্‌কাল্‌ জাদ্দু -- (বুখারী , মুসলিম, নাসাঈ)।

١٥٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ

اَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلٰوةِ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ اَهْلُ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ـ

১৫০৬। মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা (র) ... আবু যুবায়ের (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়ের (রা)-কে মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান হয়ে ভাষণ দানকালে বলতে শুনেছি ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামায শেষে এই দু'আ পাঠ করতেন ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলক্ ওয়া-লাহুল্ হাম্দ ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলেসীনা লাহুদ্দীন ও লাও কারিহাল্ কাফিরূন। আহ্লুন্-নি'মাতে ওয়াল ফাদলে, ওয়াছ্-ছানাইল হুস্নে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলেসীনা লাহুদ্দীন, ওয়ালাও কারিহাল্ কাফিরূন -- (মুসলিম, নাসাঈ)।

١٥٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ نَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يُهَلِّلُ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ فَذَكَرَ نَحْوَ هٰذَا الدُّعَاءِ زَادَ فِيْهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ لاَ نَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَسَاقَ بَقِيَّةَ الْحَدِيْثِ ـ

১৫০৭। মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান (র) ... আবু যুবায়ের (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়ের (রা) নামায শেষে তাহ্লীল্ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ...) পাঠ করতেন। অতঃপর উপরোক্ত দুআর অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং তার সাথে "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, লা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু লাহুন-নি'মাহ্ ... অতিরিক্ত বর্ণনা করে পরে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٠٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ وَهٰذَا حَدِيْثُ مُسَدَّدٍ قَالاَ نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ دَاوُدَ الطَّفَاوِىَّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ مُسْلِمٍ الْبَجَلِىُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ سَمِعْتُ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَقَالَ سُلَيْمَانُ كَانَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ دُبُرَ صَلٰوتِهِ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّكَ اَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ اِخْوَةٌ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اجْعَلْنِيْ مُخْلِصًا لَكَ وَاَهْلِيْ فِيْ كُلِّ سَاعَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ اسْمَعْ وَاسْتَجِبْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرُ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرُ -

১৫০৮। মুসাদ্দাদ ও সুলায়মান (র) ... যায়দ ইব্ন আর্কাম্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। রাবী সুলায়মানের বর্ণনায় আছে যে, নবী করীম (স) নামায শেষে বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া রব্বা কুল্লি শায়ইন। আনা শাহীদুন্ ইন্নাকা আন্তার রব্ব, ওয়াহ্দাকা লা শারীকা লাকা। আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া রব্বা কুল্লি শায়ইন, আনা শাহীদুন আন্না মুহামাদ্দান আবদুকা ওয়া রাসূলুকা। আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া রব্বা কুল্লি শায়ইন, আনা শাহীদুন আন্নাল ইবাদা কুল্লাহুম ইখওয়াহ। আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া রব্বা কুল্লি শায়ইন্, ইজআল্নী মুখ্লিসান্ লাকা ওয়া আহলী ফী কুল্লি সাআতিন্ ফিদ্-দুন্য়া ওয়াল আখিরাহ্, ইয়া যাল-জালালে ওয়াল ইকরাম। ইস্মা ওয়াস্তাজিব, আল্লাহু আকবারুল্ আকবার। আল্লাহু নূরুস-সামাওয়াতি ওয়াল্ আরদি।

রাবী সুলায়মান ইব্ন দাউদ বলেন ঃ রব্বুস-সামাওয়াতে ওয়াল-আরদি, আল্লাহু আকবারুল আকবার, হাসবিয়াল্লাহু ওয়া নিমাল্ ওয়াকীল আল্লাহু আক্বারুল আকবার -- (নাসাঈ)।

١٥٠٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِيْ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُوْنَ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلٰوةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ -

১৫০৯। উবায়দুল্লাহ (র) ... আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাযের সালামের পর এই দু'আ পাঠ করতেন ঃ আল্লাহুম্মাগ্ ফির্লী মা কাদ্দাম্তু ওয়ামা আখ্খারতু, ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আলান্তু, ওয়ামা আস্রাফ্তু ওয়ামা আন্তা আলামু বিহী মিন্নী, আন্তাল্ মুকাদ্দাম ওয়াল মুআখ্খার, লা ইলাহা ইল্লা আন্তা -- (তিরমিযী)।

١٥١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ طُلَيْقِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ رَبِّ اَعِنِّيْ وَلاَ تُعِنْ عَلَيَّ وَانْصُرْنِيْ وَلاَ تَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْلِيْ وَلاَ تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِيْ وَيَسِّرْ هُدَايَ اِلَيَّ وَانْصُرْنِيْ عَلَيَّ مَنْ بَغٰى عَلَيَّ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ لَكَ شَاكِرًا لَّكَ رَاهِبًا لَّكَ مِطْوَاعًا اِلَيْكَ مُخْبِتًا اَوْ مُنِيْبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ وَاغْسِلْ حَوْبَتِيْ وَاَجِبْ دَعْوَتِيْ وَ ثَبِّتْ حُجَّتِيْ وَاهْدِ قَلْبِيْ وَسَدِّدْ لِسَانِيْ وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ قَلْبِيْ -

১৫১০। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপ দু'আ পাঠ করতেন ঃ রব্বী আইন্নী ওয়ালা তুইন্ আলায়্যা, ওয়ান্সুর্না ওয়ালা তান্সুর্ আলাইয়্যা, ওয়াম্কুর লী ওয়ালা তাম্কুর আলাইয়্যা, ওয়াহ্দিনী ওয়া ইয়াস্সির হুদায়া আলাইয়্যা, ওয়ানসুরনী আলা মান্ বাগা আলাইয়্যা। আল্লাহুম্মা ইজ্আল্নী লাকা শাকেরান্ লাকা রাহেবান্ লাকা মিতাওয়াআন্ ইলায়কা, মুখ্বিতান্ আও মুনীবান্ রব্বি তাকাব্বাল্ তাওবাতী, ওয়াগ্ছিল্ হাওবাতী, ওয়া আজিব্ দাও'য়াতী, ওয়াছাব্বিত হুজ্জাতী, ওয়াহ্দে কাল্বী, ওয়া সাদ্দিদ লিসানী, ওয়াস্লুল্ সাখীমাতা কাল্বী -- (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٥١١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيٰنَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ بِاِسْنَادِهٖ وَمَعْنَاهُ قَالَ وَيَسِّرِ الْهُدٰى اِلَيَّ وَلَمْ يَقُلْ هُدَايَ -

১৫১১। মুসাদ্দাদ (র) ... আমর ইব্ন মুররা (র) উপরোক্ত হাদীছের সনদ ও অর্থে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি "ওয়া য়াস্সিরিল হুদায়া" –এর স্থলে "ওয়ায়াসসির হুদা" উল্লেখ করেছেন -- (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٥١٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا سَلَّمَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعَ سُفْيَانُ مِنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالُوْا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيْثًا -

১৫১২। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সালামের পর নামায শেষে এই দু'আ পাঠ করতেন ঃ আল্লাহুম্মা আন্‌তাস্ সালাম ওয়া মিন্‌কাস্ সালাম তাবারাক্‌তা ইয়া যাল-জালালে ওয়াল ইক্‌রাম -- (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٥١٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَنَا عِيْسٰى عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ اَبِىْ عَمَّارٍ عَنْ اَبِىْ اَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنْصَرِفَ مِنْ صَلٰوتِهِ اِسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ فَذَكَرَ مَعْنٰى حَدِيْثِ عَائِشَةَ -

১৫১৩। ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র) ... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম ছাওবান্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) যখন নামায শেষ করতেন, তখন তিনি (স) তিনবার ইস্তিগ্‌ফার (আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ্ রব্বী মিন্ কুল্লি যান্‌বেও ওয়া আতূবু ইলায়হে) পাঠ করতেন। অতঃপর তিনি (স) বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা আন্‌তাস্-সালাম, ওয়া মিন্‌কাস্ সালাম, তাবারাক্‌তা ইয়া যাল্-জালালে ওয়াল্ ইক্‌রাম -- (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٣٦٧- بَابُ فِى الْاِسْتِغْفَارِ

৩৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তিগ্‌ফার বা ক্ষমা প্রার্থনা সম্পর্কে

١٥١٤- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ نَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ نَا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ الْعُمَرِىُّ عَنْ اَبِىْ نُصَيْرَةَ عَنْ مَوْلًى لِاَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَاِنْ عَادَ فِى الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً -

১৫১৪। আন্- নুফায়লী (র) ... আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইস্তিগ্‌ফারের (গোনাহে লিপ্ত হওয়ার পর লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা) পরে তওবা করে, তবে তা ইস্‌রার্ (বারবার) হিসাবে গণ্য হবে না; যদিও সে ব্যক্তি দৈনিক সত্তর বারও এরূপ করে -- (তিরমিযী)।

١٥١٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُسَدَّدٌ قَالاَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنِ الْاَغَرِّ الْمُزَنِيِّ قَالَ مُسَدَّدٌ فِىْ حَدِيْثِهِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلٰى قَلْبِىْ وَاِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ مِّائَةَ مَرَّةً ـ

১৫১৫। সুলায়মান ইব্‌ন হারব্ (র) ... আল্-আগার্ আল-মুযানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ অবশ্য কখনো কখনো আমার 'কল্‌ব' পর্দাবৃত হয় (অর্থাৎ মানুষ হিসাবে দুনিয়ার কাজকর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণে আল্লাহর যিকির হতে গাফিল হয়) এবং আমি আল্লাহর নিকট দৈনিক একশত বার ইস্তিগ্‌ফার করে থাকি -- (মুসলিম)।

١٥١٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ الْمَسْجِدِ الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ-

১৫১৬। আল – হাসান ইব্‌নুল আলা (র) ... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মসজিদে অবস্থানকালে একই বৈঠকে নিম্নোক্ত দু'আটি একশত বার পাঠ করতে-গণনা করেছিঃ রব্বিগফির্ লী ওয়াতুব্ আলায়্যা ইন্নাকা আন্‌তাত্ তাওয়াবুর রাহীম -- (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٥١٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنِىْ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الشَّنِّىُّ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عُمَرُ بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ بِلاَلَ بْنَ يَسَارِ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُنِيْهِ عَنْ جَدِّىْ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُوْلُ مَنْ قَالَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ غُفِرَلَهُ وَاِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ ـ

১৫১৭। মূসা ইবন ইসমাঈল (র) ... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম বিলাল ইবন য়াসার ইবন যায়েদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে এই হাদীছটি আমার দাদার সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি নবী করীম (স)-কে ইরশাদ করতে শুনেন ঃ যে ব্যক্তি "আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়া আল্-হায়্যুল্ কায়ূওম, ওয়া-আতূবু ইলায়হে" পাঠ করবে, যদিও সে ব্যক্তি যুদ্ধের ময়দান হতে পালিয়ে আসে, তবুও তার গোনাহ মার্জিত হবে -- (তিরমিযী)।

١٥١٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا الْحَكَمُ بْنُ مُصْعَبٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ـ

১৫১৮। হিশাম ইবন আম্মার (র) ... ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তিগ্‌ফার পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে সর্ব প্রকার বিপদাপদ হতে মুক্ত করবেন, এবং সব রকম দুশ্চিন্তা হতে রক্ষা করবেন এবং তার জন্য এমন স্থান হতে রিযিকের ব্যবস্থা করবেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না -- (নাসাঈ, ইবন মাজা)।

١٥١٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ نَا اِسْمٰعِيْلُ الْمَعْنٰى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَاَلَ قَتَادَةُ اَنَسًا اَىُّ دَعْوَةٍ كَانَ يَدْعُوْ بِهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثَرُ قَالَ كَانَ اَكْثَرُ دَعْوَةٍ يَّدْعُوْ بِهَا اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَزَادَ زِيَادٌ وَكَانَ اَنَسٌ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّدْعُوَ بِدَعْوَةٍ دَعَا بِهَا وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّدْعُوَ بِدُعَاءٍ دَعَا بِهَا فِيْهَا ـ

১৫১৯। মুসাদ্দাদ ও যিয়াদ (র) ... আব্দুল আযীয ইবন সুহায়েব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা কাতাদা (রা) আনাস (রা)-র নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন্ দু'আ অধিক পাঠ করতেন? তখন তিনি বলেন ঃ তিনি (স)

অধিকাংশ সময় এই দু'আ পাঠ করতেন ঃ আল্লাহুম্মা আতিনা ফিদ্-দুন্য়া হাসনাতাওঁ ওয়া ফিল্ আখিরাতে হাসানা ওয়াকিনা আযাবান্নার।

রাবী যিয়াদ আরো অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আনাস (রা) যখন দুআ করতেন, তখন এই দুআটি করতেন। আর যখন তিনি অতিরিক্ত দু'আ করতে চাইতেন, তখনও এই দু'আ করতেন -- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١٥٢٠- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ الرَّمْلِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَئَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَاِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهِ ـ

১৫২০। য়াযীদ ইব্ন খালিদ (র) ... আবু উমামা ইব্ন সাহল ইব্ন হুনায়ফ (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি খাঁটি অন্তরে শাহাদাত প্রাপ্তির কামনা করে, ঐ ব্যক্তি নিজের বিছানায় মারা গেলেও আল্লাহ্ তাকে শহীদের মর্যাদা দান করবেন -- (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٥٢١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ الْاَسَدِيِّ عَنْ اَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كُنْتُ رَجُلاً اِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا نَفَعَنِىَ اللّٰهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ اَنْ يَنْفَعَنِىْ وَاِذَا حَدَّثَنِىْ اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِهِ اِسْتَحْلَفْتُهُ فَاِذَا حَلَفَ لِىْ صَدَّقْتُهُ قَالَ وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرٍ وَصَدَقَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَ الَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ ـ

১৫২১। মুসাদ্দাদ (র) ... আস্মা ইবনুল হাকাম (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি এমন এক ব্যক্তি, যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে কোন হাদীছ শুনি, তখন তার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী আমলের তৌফিক দান করেন। যখন তাঁর (স) কোন সাহাবী আমার নিকট কোন হাদীছ বর্ণনা করতেন, তখন আমি তার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তাঁকে শপথ করতাম। অতঃপর তিনি যখন সে ব্যাপারে হলফ করে বলতেন, তখন আমি তাকে সত্য বলে গ্রহণ করতাম।

আলী (রা) আরো বলেন, আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) আমার নিকট একটি হাদীছ বর্ণনা করেন এবং হল্‌ফ ছাড়াই আমি তাঁর বর্ণিত হাদীছ সত্য বলে গ্রহণ করি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যদি কেউ গোনাহে লিপ্ত হওয়ার পর উত্তমরূপে উযূ করে নামাযে দণ্ডায়মান হয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করে, অতঃপর ইস্তিগ্‌ফার করে আল্লাহ তাআলা তার ঐ গোনাহ মার্জনা করেন। অতঃপর আবু বাক্‌র (রা) কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ যারা কোন অন্যায় কাজে কখনো লিপ্ত হয়, অথবা স্বীয় নফ্‌সের উপর যুলুম করে (গোনাহের দ্বারা) – এইরূপে আয়াতের শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে – – (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٥٢٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ نَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنِيْ عُقْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيُّ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ يَا مُعَاذُ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاُحِبُّكَ فَقَالَ اُوْصِيْكَ يَامُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ وَاَوْصٰى بِذٰلِكَ مُعَاذٌ الصُّنَابِحِيَّ وَاَوْصٰى بِهِ الصُّنَابِحِيُّ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ـ

১৫২২। উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আমর (র) ... মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত ধরে বলেন, হে মুআয! আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে ভালবাসি। অতঃপর তিনি (স) বলেন ঃ আমি তোমাকে কিছু ওসয়িত করতে চাই ; তুমি নামায পাঠের পর এটা কোন সময় ত্যাগ করবে না। তা হল ঃ "আল্লাহুম্মা আইন্নী আলা যিক্‌রিকা ওয়া শুক্‌রিকা ওয়া হুস্‌নি ইবাদাতিকা।" অতঃপর মুআয (রা) আল্‌-সানাবিহীকে এরূপ ওসীয়ত করেন এবং আল্‌-সানাবিহী আবু আব্দুর রহমানকে এরূপ ওসীয়ত করেন – – (নাসাঈ)।

١٥٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ

حُنَيْنَ بْنَ اَبِىْ حَكِيْمٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِىِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ ـ

১৫২৩। মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা আল-মুরাদী (র) ... উক্‌বা ইব্ন আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রত্যেক নামাযের পর সূরা ফালাক ও সূরা নাস্ পাঠের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন – – (তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٥٢٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ سُوَيْدٍ السَّدُوْسِىُّ نَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ اَنْ يَدْعُوَ ثَلَاثًا وَيَسْتَغْفِرَ ثَلَاثًا ـ

১৫২৪। আহমাদ ইব্ন আলী (র) ... আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এটা পছন্দনীয় ছিল যে, তিনি (স) তিন বার দুআ পাঠ করতেন এবং তিন বার ইস্তিগ্‌ফার পাঠ করতেন – – (নাসাঈ)।

١٥٢٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنِ ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُوْلِيْنَهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ اَوْ فِى الْكَرْبِ اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّىْ لَا اُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا هِلَالٌ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَابْنُ جَعْفَرٍ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ ـ

১৫২৫। মুসাদ্দাদ (র) ... আস্‌মা বিন্‌তে উমায়েস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দিব না, যা তুমি বিপদাপদের সময় পাঠ করতে পার ? অতঃপর তিনি (স) বলেন ঃ আল্লাহু, আল্লাহু রব্বী, লা উশ্‌রিকু বিহি শায়আন – – (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٥٢٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَعَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ وَ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ اَنَّ اَبَا مُوْسَى الْاَشْعَرِىَّ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ كَبَّرَ النَّاسُ وَرَفَعُوْا اَصْوَاتَهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ لاَ تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا اِنَّ الَّذِىْ تَدْعُوْنَهُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اَعْنَاقِ رِكَابِكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا مُوْسٰى اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى كَنْزٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ وَمَا هُوَ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ـ

১৫২৬। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ... আবু উছ্মান আল্-নাহ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মূসা আল্-আশ্আরী (রা) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম। অতঃপর তাঁরা মদীনার নিকটবর্তী হলে লোকেরা উচ্চস্বরে তাক্বীর ধ্বনি (আল্লাহু আকবার) দেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন ঃ তোমরা তো কোন বধীর এবং অনুপস্থিত ব্যক্তিকে আহবান করছ না, বরং তোমরা (ঐ মহান আল্লাহকে) স্মরণ করছ , যিনি তোমাদের শাহ্ রগেরও নিকটবর্তী। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ হে আবু মূসা ! আমি কি তোমাকে এমন একটি জিনিসের কথা অবহিত করব, যা জান্নাতের ভান্ডার (খাজানাহ) স্বরূপ ? তখন আমি বলি ঃ সেটা কি? তিনি (স) বলেন ঃ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

١٥٢٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ اَنَّهُمْ كَانُوْا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَتَصَعَّدُوْنَ فِىْ ثَنِيَّةٍ وَجَعَلَ رَجُلاً كُلَّمَا عَلاَ الثَّنِيَّةَ نَادٰى لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكُمْ لاَ تُنَادُوْنَ اَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا ثُمَّ قَالَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ فَذَاكَرَ مَعْنَاهُ ـ

১৫২৭। মুসাদ্দাদ (র) ... আবু মূসা আশ্আরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ কালে এক ব্যক্তি উচ্চকন্ঠে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার" ধ্বনি দেন। এতদ্শ্রবণে তিনি (স) বলেন ঃ তোমরা বধির বা গায়েব সত্তাকে ডাকছ না। অতঃপর তিনি (স) বলেন ঃ হে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন কায়েস ! অতঃপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ অর্থে বর্ণিত হয়েছে।

١٥٢٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ اَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الْفَزَارِىُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فِيْهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَرْبَعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ -

২৫২৮। আবু সালেহ (র) ... আবু মূসা আশ্আরী (রা) হতে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ হে জনগণ! তোমরা নিম্নস্বর ব্যবহার করে তোমাদের নফ্সের প্রতি সুবিচার কর -- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٥٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا اَبُوْ الْحُسَيْنِ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ شُرَيْحٍ الْاِسْكَنْدَرَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هَانِئٍ الْخَوْلَانِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا عَلِىٍّ الْجَنْبِىَّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُوْلاً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ -

১৫২৯। মুহাম্মাদ ইব্ন রাফে (র) ... আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি বলে, আমি রব হিসাবে আল্লাহ্কে, দীন হিসাবে ইসলামকে এবং রাসূল হিসাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পেয়ে সন্তুষ্ট — তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে -- (নাসাঈ, মুসলিম)।

١٥٣٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا -

১৫৩০। সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি আমার উপর এক বার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশ বার রহমত বর্ষণ করেন -- (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٥٣١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلٰوةِ فِيْهِ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ قَالَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ اَرِمْتَ قَالَ يَقُوْلُوْنَ بَلِيْتَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ -

১৫৩১। আল্-হাসান ইব্ন আলী (র) ... আওস ইব্ন আওস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট দিন হল জুমুআর দিন। তোমরা ঐ দিনে আমার উপর অধিক দরূদ পাঠ করবে। কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়ে থাকে। রাবী বলেন, সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স) ! আপনার দেহ মোরাবক চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে মাটির সাথে মিশে যাবে, তখন কিরূপে তা আপনার সামনে পেশ করা হবে ? জবাবে তিনি (স) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা যমীনের জন্য নবীদের শরীরকে হারাম করে দিয়েছেন - - (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٣٦٨- بَابُ النَّهْيِ اَنْ يَّدْعُوَ الْاِنْسَانُ عَلٰى اَهْلِهٖ وَمَالِهٖ

৩৬৮. অনুচ্ছেদঃ সম্পদ ও পরিবার-পরিজনদের অভিশাপ দেওয়া নিষেধ

١٥٣٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَيَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالُوْا نَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ مُجَاهِدٍ اَبُوْ حَزْرَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوْا عَلٰى اَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوْا عَلٰى خَدَمِكُمْ وَلَا تَدْعُوْا عَلٰى اَمْوَالِكُمْ لَا تُوَافِقُوْا مِنَ اللّٰهِ سَاعَةً يُنَالُ فِيْهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيْبَ لَكُمْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مُتَّصِلٌ عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ لَقِيَ جَابِرًا -

১৫৩২। হিশাম ইব্ন আম্মা (র) ... জাবের ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা নিজেদের

অভিশাপ দিও না। তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের অভিশাপ দিও না, তোমরা তোমাদের চাকর-চাকরানীদের বদ্-দু'আ কর না এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদের প্রতি বদ্-দু'আ কর না। কেননা এমন একটি বিশেষ মুহূর্ত আছে যখন দু'আ (বা বদ-দু'আ) করলে তা কবুল হয়ে যায়। কাজেই তোমার ঐ বদ্-দু'আ যেন ঐ মুহূর্তের সাথে মিলে না যায় -- (মুসলিম)।

٣٦٩- بَابُ الصَّلٰوةِ عَلٰى غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ নবী করীম (স) ব্যতীত অন্যের উপর দরূদ পাঠ সম্পর্কে

١٥٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلِّ عَلَيَّ وَعَلٰى زَوْجِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكِ وَعَلٰى زَوْجِكِ -

১৫৩৩। মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা (র) ... জাবের ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলেন, আমার ও আমার স্বামীর জন্য দু'আ করুন। তখন নবী করীম (স) বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমার এবং তোমার স্বামীর উপর রহম করুন -- (তিরমিযী)।

٣٧٠- بَابُ الدُّعَاءِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

৩৭০. অনুচ্ছেদ ঃ কারো অবর্তমানে তার জন্য দু'আ করা

١٥٣٤- حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجّٰى نَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ اَنَا مُوْسَى بْنُ ثَرْوَانَ حَدَّثَنِيْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ كُرَيْزٍ حَدَّثَتْنِيْ اُمُّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ حَدَّثَنِيْ سَيِّدِيْ اَبُو الدَّرْدَاءِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا دَعَا الرَّجُلُ لِاَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ اٰمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلٍ -

১৫৩৪। রাজা ইব্নুল মুরাজ্জা (র) ... আবু দার্দা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি ঃ যখন কেউ তার মুসলিম ভ্রাতার জন্য তার অনুপস্থিতিতে দু'আ করে তখন ফেরেশ্তাগণ বলেন, আমীন। তখন দু'আকারীর জন্যও অনুরূপ হবে -- (মুসলিম)।

١٥٣٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَسْرَعَ الدُّعَاءِ اِجَابَةً دَعْوَةُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ -

১৫৩৫। আহ্মাদ্ ইব্ন আমর (র) ... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্নুল আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ ঐরূপ দু'আ অতি সত্বর কবুল হয়, যদি কেউ অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য দু'আ করে - -(তিরমিযী)।

١٥٣٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلٰثُ دَعْوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ لاَ شَكَّ فِيْهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَ دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ -

১৫৩৬। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তিন ব্যক্তির দু'আ নিঃসন্দেহে কবুল হয় — পিতা-মাতার দু'আ (সন্তানের জন্য), মুসাফিরের দু'আ এবং মযলুম (নির্যাতিত) ব্যক্তির দু'আ - - (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

٣٧١- بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا خَافَ قَوْمًا

৩৭১. অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুর ভয়ে ভীত অবস্থায় পাঠ করার দু'আ

١٥٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ بُرَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ -

১৫৩৭। মুহাম্মাদ ইব্নুল মুছান্না (র) ... আবু বুরদা ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তাঁর পিতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন তিনি (স) কোন সম্প্রদায়ের তরফ হতে কোনরূপ বিপদের আশংকা করতেন তখন এরূপ বলতেন ঃ "ইয়া আল্লাহ ! আমরা আপনাকে তাদের সাথে মুকাবিলার জন্য যথেষ্ট মনে করি এবং তাদের অত্যাচার-অবিচার হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি" (আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরূরিহিম) - - (নাসাঈ)।

٣٧٢- بَابٌ فِي الْاِسْتِخَارَةِ

৩৭২. অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তিখারার বর্ণনা

١٥٣٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُقَاتِلٍ خَالُ الْقَعْنَبِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالُوْا نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الْمَوَالِىْ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَقُوْلُ لَنَا اِذَا هَمَّ اَحَدُكُمْ بِالْاَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ وَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ يُسَمِّيْهِ بِعَيْنِهِ الَّذِىْ يُرِيْدُ خَيْرًا لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَمَعَادِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاقْدُرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْهِ اَللّٰهُمَّ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُهُ شَرًّا لِّىْ مِثْلَ الْاَوَّلِ فَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَ قَدِّرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ اَوْ قَالَ فِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ وَابْنُ عِيْسٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ -

১৫৩৮। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাস্লামা (র) ... জাবের ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ইস্তিখারার পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা দান করতেন, যেমন তিনি (স) আমাদেরকে কুরআন পাঠ শিক্ষা দিতেন। তিনি (স) আমাদের বলতেন ঃ যখন তোমাদের কেউ কোনরূপ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন হবে, তখন এরূপ বলবে — "আল্লাহুমা ইন্নী আস্তাখীরুকা বে–ইল্মিকা, ওয়া আস্তাক্দিরুকা বে–কুদ্রাতিকা, ওয়া আস্আলুকা মিন্ ফাদ্লিকাল্ আজীম। ফাইন্নাকা তাক্দিরু ওয়ালা আক্দিরু, ওয়া তা'লামু, ওয়ালা আ'লামু ওয়া আন্তা আল্লামুল গুয়ূব। আল্লাহুম্মা ফাইন্ কুন্তা তা'লামু ইন্না হাযাল আম্রা (এখানে নির্দ্ধারিত সমস্যাটির বিষয় উল্লেখ করতে হবে) খায়রান্ লী ফী দীনী, ওয়া মা'আশী ওয়া মাআদী, ওয়া আকিবাতি আম্রী ফা–আক্দির্হু লী ওয়া য়াস্সিরহু লী ওয়া বারিক লী ফীহে। আল্লাহুম্মা ওয়া ইন্ কুন্তা তা'লামুহু শার্রান্ লী

মিছ্‌লাল্ আওয়াল ফা-আসরিফ্‌নী আনহু ওয়া আসরিফহু আন্নী ওয়াকদুর লী আল্-খায়রা হায়ছু কানা ছুম্মা আরদিনী বিহি, আও কালা ফী আজিলি আমরী ওয়া আযেলিহি -- (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)। ১

١٥٣٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا وَكِيْعٌ نَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَسُوْءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ـ

---

১. 'ইসতিখারা' অর্থ যাতে কল্যাণ নিহিত তা কামনা করা। জীবন যাপনের সাধারণ বিষয়াদিতে কেউ কোনরূপ সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগলে সে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য ইসতিখারা করবে। সহীহ বুখারী কিতাবুদ দাওয়াত -এ ৪৮ নং অনুচ্ছেদে আছে ঃ

"রাসূলুল্লাহ্ (স) আমাদের প্রতিটি বিষয়ে ইসতিখারা শিক্ষা দিতেন ... তোমাদের মধ্যে কেউ কোন সমস্যায় পতিত হলে সে যেন দুই রাকাত সালাত আদায় করে এবং সালাত সমাপ্ত করে নিম্নোক্ত দু'আ করে ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার জ্ঞানের ভিত্তিতে তোমার নিকট হতে কল্যাণ কামনা করি এবং তোমার শক্তি হতে শক্তি চাই, তোমার মহান অনুগ্রহ প্রত্যাশা করি। সকল শক্তি তোমার, আমার কোন শক্তি নাই। তুমিই সব কিছু জান, আমি কিছুই জানি না। তুমি সকল অদৃশ্য বিষয় ভালভাবে জ্ঞাত। হে আল্লাহ! আমার দীন, জীবন বিধান এবং পরিণাম হিসাবে যদি তুমি এই কাজ আমার জন্য কল্যাণকর মনে কর তবে আমাকে তার শক্তি দাও। তুমি যদি মনে কর যে, এই কাজ আমার ধর্ম, আমার জীবন ও পরিণাম হিসাবে অকল্যাণকর — তবে আমার থেকে তা দূরে রাখ এবং তা থেকে আমাকে দূরে রাখ। আমার জন্য যেখানে কল্যাণ নিহিত তার আমাকে শক্তি দাও এবং তার মাধ্যমে আমাকে সন্তুষ্ট কর।" অনুরূপভাবে বুখারী শরীফের কিতাবুত তাওদীদ, ১০ম অনুচ্ছেদে এই দু'আ বর্ধিত আকারে বর্ণিত হয়েছে। ইবন মাজা শরীফের "আল-ইসতিখারা" অনুচ্ছেদে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে, পৃঃ ৪৪০ (সুনান, খ. ১, মুহাম্মাদ ফু'আদ আবদুল বাকী কর্তৃক বিন্যস্ত)। এই দু'আ প্রায় অনুরূপ আকারে শীআ ইমামিয়্যা মাযহাবেও প্রচলিত আছে (দ্র. আবু জাফার আল কুম্মী, মান লা ইয়াহ্‌দুরুহুল ফাকীহ খ, ৩৫৫, দারু'ল-কুতুব আল-ইসলামিয়্যা, নাজাফ ১৩৭৭ হি.)। শরীআতের নিয়ম অনুযায়ী এই ইসতিখারায় দুই রাকাত সালাতের পর আল্লাহ্ তাআলার নিকট কল্যাণ কামনা করে দু'আ করা হয়।

استخاره শব্দটি خار-يخير হতে উদ্ভূত। নিম্নোক্ত বর্ণনাসমূহে এই শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন ঃ اللهم خر لرسولك (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ১৮৩২, লা. ৬) خرله (ইবন সাদ, ২/২খ, ৭৩, লা. ১১, ৭৫, লা. ২) এবং خار الله لى (ঐ লেখক, ৮খ, ৯২, লা. ২৫)। অনুরূপভাবে واستخير الله فى السماء يخر لك بعلمه فى القضاء "তুমি আকাশস্থ আল্লাহ্‌র নিকট কল্যাণ প্রার্থনা কর। তিনি তোমার জন্য তাই নির্বাচন করেন যা তাঁর জ্ঞানানুসারে তাকদীরে রয়েছে।" সম্ভবত এটা ইসলাম-পূর্ব যুগের একটি প্রবাদ বাক্য।

বিভিন্ন হাদীছ হতে এটা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মুসলিমগণ প্রাচীন কাল হতেই ইসতিখারার উপর আমল করে আসছিলেন। যখনই ইসতিখারা করা হোক না কেন, তা কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য করতে হয়। কালের বিবর্তনে ইসতিখারার মধ্যে এমন কিছু নিয়ম প্রবিষ্ট হয়েছে, শরীআতের দৃষ্টিতে যার কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। যেমন ইসতিখারার জন্য মসজিদে যাওয়া আবশ্যক ইত্যাদি। — (স. স.)

٣٧٣- بَابُ الاِسْتِعَاذَةِ

৩৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ আশ্রয় প্রার্থনা করা

১৫৩৯। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) ... উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পাঁচটি বিষয় হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। ভীরুতা হতে, কৃপণতা হতে, বয়োবৃদ্ধি জনিত দুরবস্থা হতে, অন্তরের মধ্যে সৃষ্ট ফিত্‌না (হিংসা-বিদ্বেষ) হতে এবং কবরের আযাব হতে -- (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٥٤٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ـ

১৫৪০। মুসাদ্দাদ (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি শারীরিক দুর্বলতা হতে, অলসতা হতে, কাপুরুষতা হতে, কৃপণতা হতে এবং বয়োবৃদ্ধিজনিত ক্লান্তি বা কষ্ট হতে এবং আমি আপনার আশ্রয প্রার্থনা করি কবরের আযাব হতে, এবং আমি আরো আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি জীবন-মৃত্যুর ফিত্‌না হতে -- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١٥٤١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ نَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَعِيْدٌ الزُّهْرِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ اَخْدِمُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ اَسْمَعُهُ كَثِيْرًا يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ وَذَكَرَ بَعْضَ مَا ذَكَرَهُ التَّيْمِىُّ ـ

১৫৪১। সাঈদ ইব্‌ন মান্‌সূর এবং কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খাদেম ছিলাম। আমি তাঁকে (স) অধিকাংশ সময় বলতে শুনতাম ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুশ্চিতা ও ভাবনা হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং করভার হতে, মানুষের অহেতুক প্রাধান্য হতে তোমার আশ্রয় কামানা করছি (অর্থাৎ আমি যেন যালিম বা মযলুম না হই) -- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٥٤٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ طَاؤُسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ -

১৫৪২। আল্-কানাবী (র) ... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বার্ণত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে কুরআনের সূরার মত এই দুআটি শিক্ষা দিতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের আযাব হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি তোমার নিকট কবরের আযাব হতে মুক্তি কামনা করছি, আমি তোমার নিকট মিথ্যুক দাজ্জালের ফিত্না হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আমি তোমার নিকট জীবন-মৃত্যুর ফিতনা হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি - - (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٥٤٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ اَنَا عِيْسٰى نَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الْغِنٰى وَالْفَقْرِ -

১৫৪৩। ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপ দু'আ করতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ঐরূপ ফিত্না হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায় এবং দোযখের আযাব হতে, এবং দরিদ্রতা ও প্রাচুর্যের ক্ষতি হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি - - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٥٤٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا اِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَ الذِّلَّةِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ -

১৫৪৪। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপ বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট

দরিদ্রতা হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তোমার কম অনুকম্পা ও অসন্মানী হতে এবং আমি কারো প্রতি জুলুম করা হতে বা নিজে অত্যাচারিত হওয়া থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি -- (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٥٤٥- حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ نَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ نَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحْوِيْلِ عَافِيَتِكَ وَ فُجَاءَةِ نَقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ -

১৫৪৫। ইব্ন আওফ (র) ... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্যতম একটি দু'আ এই যে ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই তোমার নিয়ামত অপসারণ হতে, ভালোর পরিবর্তে মন্দ হতে, আকস্মিক বিপদাপদ হতে এবং ঐ সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড হতে যা তোমার অসন্তুষ্টির দিকে নিয়ে যায় -- (মুসলিম)।

١٥٤٦- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا بَقِيَّةُ نَا ضُبَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى السَّلِيْلِ عَنْ دُوَيْدِ بْنِ نَافِعٍ نَا اَبُوْ صَالِحٍ السَّمَّانُ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ -

১৫৪৬। আমর ইব্ন উছমান (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপ দু'আ করতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই, তোমার বিরুদ্ধাচরণ করা হতে, নিফাক্ (মুনাফিকী) হতে, অসৎ চরিত্রতা হতে বাঁচার জন্য তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি -- (নাসাঈ)।

١٥٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ اِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ -

১৫৪৭। মুহাম্মাদ ইব্নুল আলা (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপ দু'আ করতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কষ্টদায়ক ক্ষুধা হতে পরিত্রাণ চাচ্ছি, কেননা তা অত্যন্ত মারাত্মক এবং আমি তোমার নিকট (আমানতের) খিয়ানত হতে পরিত্রাণ চাচ্ছি, কেননা এটা একটি ক্ষতিকর স্বভাব -- (নাসাঈ)।

١٥٤٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَخِيْهِ عَبَّادِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْاَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ ـ

১৫৪৮। কুতায়াবা ইব্ন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি চারটি বিষয় হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি — ১। এমন ইল্ম যা উপকারী নয় ; ২। এমন কল্ব যা (আল্লাহর ভয়ে) ভীত নয় ; ৩। এমন নফ্স হতে যা পরিতৃপ্ত নয় এবং ৪। এরূপ দু'আ হতে যা কবুল হয় না -- (নাসাঈ, ইব্ন মাজা, মুসলিম, তিরমিযী)।

١٥٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ قَالَ اَبُوْ مُعْتَمِرٍ اُرٰى اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَنَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ صَلٰوةٍ لاَ تَنْفَعُ وَذَكَرَ دُعَاءً اٰخَرَ ـ

১৫৪৯। মুহাম্মদ ইব্নুল্ মুতাওয়াক্কিল (র) ... আনাস্ ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপে দু'আ করতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এমন নামায (আদায়) হতে তোমার আশ্রয় কামনা করি, যা কোন উপকারে আসে না। তিনি (স) এতদ্ব্যতীত অন্য দু'আও করতেন।

١٥٥٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الْاَشْجَعِىِّ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَمَّا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ بِهِ قَالَتْ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ ـ

১৫৫০। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) ... ফারওয়া ইব্‌ন নাওফাল (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)–কে জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিরূপে দু'আ করতেন? তিনি বলেন, তিনি (স) বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ্‌! আমি তোমার নিকট ঐ সমস্ত অপকর্ম হতে তোমার আশ্রয় কামনা করছি, যা আমি করেছি এবং যা এখনও করি নাই – – (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٥٥١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ نَا وَكِيْعٌ الْمَعْنٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ اَوْسٍ عَنْ بِلَالٍ الْعَنْبَسِيِّ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكْلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ فِيْ حَدِيْثِ اَبِيْ اَحْمَدَ شَكْلُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِيْ دُعَاءً قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِيْ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِيْ وَمِنْ شَرِّ قَلْبِيْ وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّيْ -

১৫৫১। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) ...শাকল্‌ ইব্‌ন হুমায়েদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে আবেদন করি যে, আমাকে দু'আ শিক্ষা দেন। তখন তিনি বলেন ঃ তুমি বল, ইয়া আল্লাহ্‌! আমি কর্ণের অপকর্ম হতে, চোখের দুষ্টামি হতে, যবানের ধৃষ্টতা হতে, কল্‌বের অপসৃষ্টি হতে, বীর্যের অপব্যবহার হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি – – (তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٥٥٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ نَا مَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَيْفِيٍّ مَوْلٰى اَفْلَحَ مَوْلٰى اَبِيْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِي الْيُسْرِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّيْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطٰنُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَمُوْتَ فِيْ سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا وَ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَمُوْتَ لَدِيْغًا -

১৫৫২। উবায়দুল্লাহ্‌ (র) ... আবুল ইয়ুস্‌র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপ দু'আ করতেন ঃ ইয়া আল্লাহ্‌! আমি তোমার নিকট ঘর–বাড়ী ভেংগে চাপা পড়া হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, উচ্চ স্থান হতে পতিত হওয়ার ব্যাপার হতে, পানিতে ডুবা, আগুনে জ্বলা ও অধিক বয়োবৃদ্ধি হতে তোমার আশ্রয় কামনা

করছি এবং আমি তোমার নিকট মৃত্যুর সময় শয়তানের প্ররোচনা হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার নিকট যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়নপর অবস্থায় মৃত্যু হতে তোমার আশ্রয় কামনা করি এবং আমি তোমার নিকট (সাপ, বিচ্ছুর) দংশনজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করা হতে বাঁচার জন্য তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি – – (নাসাঈ)।

١٥٥٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ اَنَا عِيْسَى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِىْ مَوْلًى لِاَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى الْيُسْرِ زَادَ فِيْهِ وَالْغَمِّ ـ

১৫৫৩। ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র) ... আবুল ইয়ুস্র (রা) হতে (পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ) বর্ণিত হয়েছে। তাতে কেবলমাত্র 'গম' (দুশ্চিন্তা) শব্দটির অতিরিক্ত উল্লেখ আছে।

١٥٥٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَ الْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْاَسْقَامِ ـ

১৫৫৪। মূসা ইব্ন ইস্মাঈল (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপ দু'আ করতেন ঃ ইয়া আল্লাহ ! আমি শ্বেত (কুষ্ঠ) রোগ হতে, পাগ্লামী হতে, খুজ্লী-পাঁচড়া হতে এবং ঘৃণ্য রোগ হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি – – (নাসাঈ)।

١٥٥٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْغَدَانِىُّ نَا غَسَّانُ بْنُ عَوْفٍ اَنَا الْجُرَيْرِىُّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ فَاِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ اُمَامَةَ فَقَالَ يَا اَبَا اُمَامَةَ مَالِىْ اَرَاكَ جَالِسًا فِى الْمَسْجِدِ فِىْ غَيْرِ وَقْتِ الصَّلٰوةِ قَالَ هُمُوْمٌ لَزِمَتْنِىْ وَدُيُوْنٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَفَلَا اُعَلِّمُكَ كَلَامًا اِذَا قُلْتَهُ اَذْهَبَ اللّٰهُ هَمَّكَ وَقَضٰى عَنْكَ دَيْنَكَ قَالَ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ قُلْ اِذَا اَصْبَحْتَ وَاِذَا اَمْسَيْتَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ

الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ قَالَ فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ فَاَذْهَبَ اللّٰهُ هَمِّىْ وَقَضٰى عَنِّىْ دَيْنِىْ -

১৫৫৫। আহ্‌মাদ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে আবু উমামা (রা) নামক জনৈক আনসার সাহাবীকে দেখতে পান। তিনি (স) তাঁকে (আন্‌সারীকে) জিজ্ঞাসা করেন ঃ হে আবু উমামা ! আমি তোমাকে নামাযের সময় ব্যতীত মসজিদে উপবিষ্ট কেন দেখছি ? তিনি বলেন, সীমাহীন দুশ্চিন্তা ও ঋণভারে জর্জরিত হওয়ার কারণে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! (আমি এই অসময়ে মসজিদে উপনীত হয়ে তা থেকে আল্লাহর নিকট মুক্তি কামনা করছি)। তিনি (স) বলেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন বাক্য শিক্ষা দিব না তুমি তা উচ্চারণ করলে আল্লাহ তোমার দুশ্চিতা দূরীভূত করবেন এবং তোমার কর্জ পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন। এতদশ্রবণে আমি বলি ঃ হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (স)। তিনি (স) বলেন ঃ তুমি সকাল ও সন্ধ্যায় এরূপ বলবে ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল্ হাম্মে ওয়াল্ হুযনে, ওয়া আ'উযু বিকা মিনাল্ 'আজযে ওয়াল্-কাসালে, ওয়া আউযু বিকা মিনাল্ জুবনে ওয়াল-বুখ্‌লে, ওয়া আউযু বিকা মিন্ গালাবাতিদ্-দায়নে ওয়া কাহ্‌রির রিজাল।" (অর্থাৎ, ইয়া আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি তোমার নিকট দুর্বলতা ও অলসতা হতে আশ্রয় কামনা করছি, তোমার নিকট কাপুরুষতা ও কৃপণতা হতে নাজাত কামানা করছি এবং আমি তোমার নিকট ঋণভার ও মানুষের দুষ্ট প্রভাব হতে পরিত্রাণ চাচ্ছি।" আবু উমামা (রা) বলেন, অতঃপর আমি ঐরূপ আমল করি, যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তাআলা আমার চিন্তা-ভাবনা বিদূরিত করেন এবং ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন।

কিতাবুস সালাত সমাপ্ত